

বুথ লেভেল
অফিসার পদে
শিক্ষক-
শিক্ষিকারা,
কমিশনের
সিদ্ধান্তে বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুনঃ
ভোটের দায়িত্বে এবার নতুন অধ্যায়।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বুথ
লেভেল অফিসার (বিএলও) হিসেবে
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিযুক্ত করা
হবে। সম্প্রতি জারি হওয়া এই
বিজ্ঞপ্তি নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামহলে
তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। শিক্ষানুরাগী
এঁকা মঞ্চের তরফে বিজ্ঞপ্তি
প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে।
সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কিংকর
অধিকারী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,
“শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এমনিতেই
শিক্ষক-বিজ্ঞিত কাজের চাপ বাড়ছে।
এবার ভোটের তালিকা সংশোধন
হয়েছে কার্ড তৈরির মতো গুরুদায়িত্বও
তাদের উপর চাপানো হল। এতে
স্কুলে পঠনপাঠন ব্যাহত হবে। এটি
সম্পূর্ণ অনৈতিক।” কমিশনের
নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিএলও পদের
জন্য সরকারি বেতনভুক্ত এবং
ডিএপ্রাপক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের
বেছে নেওয়া হবে। তাদের
রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত
করতে যাচাইও করা হবে। তবে
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এই পদে
নিযুক্তির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি
দেওয়া যেতে পারে। তবে শিক্ষকদের
উপর এই দায়িত্ব চাপানোর সিদ্ধান্তে
সমালোচনার ঝড় উঠেছে। একা
মঞ্চের দাবি, শিক্ষকদের সম্মানজনক
ভাটা হাজার টাকার উপর। কিংকর
অধিকারী বলেন, “সারা বছর ধরে
বিএলওদের দিয়ে কাজ করিয়ে মাত্র
তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়। এটি
মধ্যমীয়া শ্রেণীর উদাহরণ।”
অন্যদিকে, শিক্ষকদের একাংশ মনে
করছেন, এই ধরনের দায়িত্ব তাদের
মূল কাজ থেকে বিভ্রান্ত করবে।
শিক্ষাক্ষেত্রে ঘাটতির কারণে
ইতিমধ্যেই স্কুলের কার্যকারিতা প্রশ্নের
মুখে, তার উপর এই দায়িত্ব চাপানো
তাঁদের অসম্মান বলে মনে করছেন
অনেকে। নির্বাচন কমিশনের এই
সিদ্ধান্তের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে
জল্পনা তুলছে। তবে শিক্ষামহলের
প্রতিবাদে কমিশন আদৌ পিছু হটবে
কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

খালা বাজিয়ে
এসএসসি
ভবনের সামনে
গ্রুপ সি ও ডির
চাকরিহারারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুনঃ
যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ সহ তিন
দফা দাবিতে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি
অনুযায়ী বুধবার সন্টলেকে স্কুল
সার্ভিস কমিশনের অফিসের সামনে
বিক্ষোভ অবস্থানে গ্রুপ সি ও গ্রুপ
ডি অধিকার মঞ্চের সদস্যরা। খালা,
বাটি হাতে এদিন বিক্ষোভে শামিল
হল তাঁরা। অন্যদিকে একই দাবিতে
এদিন কসবায় বিক্ষোভ দেখাল
এসইউসিআইয়ের ছাত্র সংগঠন
ডিএসও। কসবায় পুলিশের সঙ্গে
ধস্তাধস্তিতেও জড়িয়ে পড়েন
কিছু এসএসসির অফিসিয়াল
ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং যারা
ইতিমধ্যেই শিক্ষক পদে যোগ
দিয়েছিলেন কিন্তু পরে বরখাস্ত
হয়েছেন, তাদের পুনর্বহাল করতে
হবে। মঞ্চের সদস্যদের বক্তব্য,
কোনও প্রমাণ ছাড়া বহু
চাকরিপ্রাপ্তকে স্কুল থেকে বের করে
দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ মাসের
পর মাস ধরে আদালতের নির্দেশের
অপেক্ষায়। তাদের ভবিষ্যৎ
অনিশ্চিত। এই অবস্থায় ফের তাদের
আন্দোলনে যোগা ছাড়া আর
কোনও উপায় নেই। এবার সমস্যার
সুরাহা চেয়ে এসএসসি ভবনের
সামনে খালা, বাটি হাতে অবস্থান
গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির কর্মীরা।

এবার দেওয়া হবে পুরীর
প্রসাদও, বড় ঘোষণা
করলেন শুভেন্দু



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুনঃ
দিবার প্রসাদের পাশ্চাত্য পুরীর প্রসাদ।
রথের দিন পুরী থেকেই প্রসাদ
আসছে বাংলায়। পাঁচ দিন ধরে
চলবে প্রসাদ বিলা। জানিয়েছেন
রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা
শুভেন্দু অধিকারী। রথের দিন
তমলুকের গৌরাম মহাপ্রভুর মন্দিরে
আসবে পুরীর প্রসাদ, দাবি বিরোধী
দলনেতার। রথের দিন ঠিক কখন
কোথায় থাকবেন, সেটাও
জানিয়েছেন শুভেন্দু। বেলা ১২টায়
কলকাতা, এরপর তিনি তমলুকে
যাবেন। বেলা ৩টায় পুরী থেকে
মহাপ্রসাদ আসছে। তমলুকের
গৌরাম মহাপ্রভুর মন্দিরে আসবে
পুরীর প্রসাদ। তবে তা গজা-প্যাডা
নয়। এরপর তিনি বেলা চারটায়
সময়ে থাকবেন ইহুদ্র মেডেচার
রথযাত্রায়। এই নিয়ে কটাক্ষ করতে
ছাড়েন তৃণমূল। তৃণমূল নেতা তন্ময়
ষোষ বলেন, “দেবতা নিয়ে
রাজনীতি করার ভিন্ন প্রচেষ্টা।
জগন্নাথ দেবের ওপর যারা ভরসা
করেন, তাদের কাছে তিনি কোথায়
অবস্থিত, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেটা
দিবা হোক কিংবা পুরী। দিবার মন্দির
উত্তরবঙ্গের পর প্রতিদিন হাজার
হাজার মানুষ ভিড় করছেন। একই
দিনে আরও একটা মন্দির থেকে
প্রসাদ এনে যেন বিভাজনের সূচি
করছেন। বাঙালি বিরোধী অবস্থান।”
উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো
দিবার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ বাড়ি
বাড়ি পৌঁছাতে শুরু করেছে। আর

বিজেপির রাজ্য সভাপতি
পদে কার ভাগ্যে শাঁকে?
সুকান্ত, অগ্নিমিত্রা না শমীক!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন



বঙ্গ রাজনীতিতে ফের চর্চার
কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে বিজেপির
নেতৃত্ব পরিবর্তনের সম্ভাবনা। রাজ্য
সভাপতির পদে বদল হবে কি না,
সেই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনীতির
অন্দরমহলে। সুত্রের খবর, রাজ্য
বিজেপির বর্তমান সভাপতি সুকান্ত
মজুমদারকে পদ থেকে সরানো হবে
কি না, তা নিয়ে দিল্লিতে আলোচনা
তুলছে। বিজেপির অন্দরমহলে সুত্রে
জানা গিয়েছে, নতুন সভাপতির
পদে তিনজনের নাম বিবেচনায়
রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন দলের
অন্যতম সাধারণ সম্পাদক এবং
বাঙ্গুরঘাটের সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং
মাধোতা, বিধানসভায় বিজেপির
বিধায়ক তথা সাধারণ সম্পাদক
অগ্নিমিত্রা পাল এবং রাজ্যসভার
সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। বর্তমান
রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে
নিজের উত্তরসূরি হিসাবে দলের শীর্ষ
নেতৃত্বের কাছে সুপারিশ করেছেন
জ্যোতির্ময়ের নাম। তিনি সংগঠনের
কাজে দক্ষ এবং সুকান্তের ঘনিষ্ঠ
বলই পরিচিত। অন্যদিকে, বিরোধী
দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী
জোরকদমে চাইছেন অগ্নিমিত্রা
পালকে সভাপতি পদে বসাতে।
অগ্নিমিত্রার নামও ইতিমধ্যে দিল্লির
শীর্ষ নেতাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে
বলে জানা যাচ্ছে। তবে এই দুই নাম
ছাড়াও আরএসএস তথা সংঘের
তরফে সরাসরি যে নামটি
জোরালোভাবে উঠে এসেছে, তা
হল শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বর্তমানে
রাজ্যসভার সাংসদ ও বিজেপির

এর মধ্যেই এবার এর জন্য
হিডকোর অর্থ বরাদ্দের এজিয়ার
নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। বিজেপি
নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের দাবি,
প্রসাদ বিলিতে ৪২ কোটি টাকা
দিচ্ছে হিডকো। অন্যদিকে এদিন
মানহানির মামলায় কলকাতা
হাইকোর্টে স্বত্তি পেলেন বিধানসভার
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।
তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা
করেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়।
সেই মামলায় স্থগিতাদেশ চেয়ে
হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন
শুভেন্দু। বুধবার বিচারপতি হিরন্ময়
ভট্টাচার্য বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে
নিম্ন আদালতে মানহানির মামলার
বিচার প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ
জারি করলেন। রাজ্যের পূর্ত ও
জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী
হলেন পুলক রায়। উল্বেড়িয়ায় এক
সভা থেকে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির
অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু। কেন্দ্রের
“জল জীবন মিশন” প্রকল্পে ফেরাল
(মূল পাইপ থেকে মুখ জোড়ার
হস্তাংশ) কেনা-সহ একাধিক বিষয়ে
বেনিয়মের অভিযোগ করেন
শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতার এই
মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে মানহানির
মামলা করেন মন্ত্রী পুলক রায়।
রাজ্যের মন্ত্রীর অভিযোগ, কেনও প্রমাণ
ছাড়াই শুধুমাত্র মৌখিক তথ্যের
ভিত্তিতে অবমাননাকর মন্তব্য
করছেন বিরোধী দলনেতা। তার ও
দফতরের কর্মীদের বিরুদ্ধে
অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন।
অবমাননার মন্তব্যের জন্য
উল্বেড়িয়ায় মহকুমা আদালতে
মানহানি মামলা করেন পুলক রায়।
বর্তমানে মামলাটি বিচারধীন।
মানহানি এই মামলাকে চ্যালেঞ্জ করে
হাইকোর্টে দায়ের হন বিধানসভার
বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুর
আবেদনের ভিত্তিতে এদিন নিম্ন
আদালতে বিচার প্রক্রিয়ার উপর
স্থগিতাদেশ দেন বিচারপতি হিরন্ময়
ভট্টাচার্য। হাইকোর্ট পরবর্তী নির্দেশ
না দেওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালতে এই
মানহানি মামলার বিচার প্রক্রিয়া
স্থগিত থাকবে বলে হাইকোর্ট
জানিয়েছে।

অভিষেকের বড় দাবি
ছাবিশের ভোটে বিজেপি
রাজ্যে ৫০-এর নীচে থাকবে

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ২৫
জুনঃ বছর ঘুরলেই রাজ্যের
বিধানসভা ভোট। তার অন্তত ৬ মাস
আগেই বাংলার বিধানসভা ভোটের
ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যাবাদী করে
ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয়
সাধারণ সম্পাদক অভিষেক
বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের কথায়,
“ছাবিশের ভোটে বিজেপি নাকি
বাংলার ক্ষমতা দখল করবে বলছে!
গতবারে ওরা ৭৭টা আসন
পেয়েছিল, এবারে ওরা ৫০ এর
নীচে আটকে যাবে। আজকের সভা
থেকে আমি এই ভবিষ্যাবাদী করে
গেলাম।” ২০১৪ সালে
ডায়মন্ডহারবার থেকে প্রথমবার
সাংসদ পদে জয়ী হন অভিষেক।
সেই থেকে প্রতিবছর নিজের সাংসদ
তহবিলের কাজের খতিয়ান তুলে
ধরতে “নিঃশব্দ বিপ্লব” নামে
একটি সভার আয়োজন করে থাকেন
তিনি। এদিন তেমনই একটি কর্মসূচি
থেকে একথা বলেন
ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক
বলেন, “আমি সচরাচর কোনও
বিষয়ে ভবিষ্যাবাদী করি না। আর
করলে ইশুরের কৃপায় আমার
ভবিষ্যাবাদী অজ্ঞ হলেও মিলে যায়।”
এখানে উল্লেখ্য, একশুর বিধানসভা
ভোটের সময় ভোট কৃশাণী প্রশান্ত
কিশোর বলেছিলেন, বিজেপি
কোনওভাবে ১০০ আসন পেতোতে
পারবে না। বাস্তবে ফল প্রকাশের পর
দেখা যায় বিজেপি মোট ৭৭টি
আসন পেয়েছে। স্বভাবতই
অভিষেকের এদিন ভবিষ্যাবাদী নিয়ে

নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। কেন
এমন ভবিষ্যাবাদী তার ব্যাখ্যাও
দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয়
সাধারণ সম্পাদক। অভিষেকের
কথায়, “আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই
ভবিষ্যাবাদী করছি, কারণ মানুষের
প্রতি, দলের কর্মীদের প্রতি আমার

গিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতিহিংসা
করছে। ওরা তৃণমূলকে টাইট দিতে
চেষ্টা করেছে। তাহলে দেশবিরোধী কারা?
বাংলার টাকা অটকে রেখেছে
কারা?” ছাবিশের ভোটে বাংলায়
অপারেশন সিঁদুর অভিযানের



পূর্ণ বিশ্বাস, আস্থা আছে। বছরতর
যদি মানুষের পাশে কেউ থাকে,
তাহলে তারা তৃণমূলের কর্মীরাই।”
কথায় কথায় কেন বিজেপিকে বাংলা
বিরোধী বলেন, তার ব্যাখ্যাও
দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ
অভিষেক বলেন, “কেন্দ্রের উচিত
সিঁদুরের নামে এমএলএ কেনাঘোষা
করতে চায়। তবে এটা বাংলা।
এখানে বিজেপির ওই অপচেষ্টা
সফল হবে না।” সম্প্রতি

ইশিয়ারি দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির
নেতারা। এদিনের সভা থেকে ওই
প্রসঙ্গেও অভিষেক জবাব দিয়েছেন।
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ
সম্পাদকের কথায়, “অন্যান্য
রাজ্যের মতো এখানেও বিধানসভা
ভোটের আগে ওরা অপারেশন
সিঁদুরের নামে এমএলএ কেনাঘোষা
করতে চায়। তবে এটা বাংলা।
এখানে বিজেপির ওই অপচেষ্টা
সফল হবে না।” সম্প্রতি

কয়েক হাজার কোটির ঋণ দিয়েছে আরবিআই, হাতে দু’দিন
থাকলেও এখনও জারি হয়নি নির্দেশিকা, মিলবে তো বকেয়া ডিএ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুনঃ শীর্ষ আদালতের
নির্দেশ মতো আর দু’দিনের মধ্যে রাজ্যকে
সরকারি কর্মচারীদের ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত
২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ দেওয়ার কথা। কিন্তু,
এখনও পর্যন্ত হালকা বা অর্থ দফতর থেকে কোনও
নির্দেশিকা জারি হয়নি। যদিও প্রশাসনের একটি
সূত্র জানিয়েছিল এই নির্দেশ মডিফিকেশনের জন্য
সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু শীর্ষ
আদালত ছুটির কারণে বন্ধ থাকায় সেই আবেদন
এখনও তালিকায় ওঠেনি। বকেয়া ডিএ মেটানো
নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের পরিবর্তন চেয়ে
সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে।
রাজ্য সরকার এই আর্জি জানাবে বলে সুত্রের
খবর ছিল। সুত্রের খবর, আদালত যে নির্দেশ
দিয়েছে, তার কয়েকটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা
চায়েই আবেদন করতে চাইছিল রাজ্য। তবে একই
সঙ্গে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দিষ্ট করে
দেওয়া সময়ের মধ্যেই বকেয়া ডিএ বা মহাশূভা
ফলে আবেদন করা হয়েছে।
একটি সূত্র জানাচ্ছে, ২৫ শতাংশ ডিএ-র ৮০
শতাংশ কর্মচারীদের দিয়ে বাকি ২০ শতাংশ



নির্দেশিকা জারি না হওয়ায় কর্মচারীদের মনে
এখনও সংশয় রয়েছে। এদিকে সুপ্রিম কোর্ট
আগেই বলেছিল, ২৭ জুনের মধ্যে ২৫ শতাংশ
ডিএ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। ১৫ জুনের
মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করতেও বলা হয়েছিল। কিন্তু
হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত খাতায় টাকা জমা না
হওয়ায় নিশ্চিত হতে পারছেন না সরকারি

কর্মচারীরা। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত জল
কোনদিকে গড়ায়। রাজ্য সরকারি কর্মীদের ২৫
শতাংশ বকেয়া ডিএ দিতে গেলে দরকার ১০
হাজার কোটি টাকা। ২৫ শতাংশ ডিএ-র ৮০
শতাংশ দিলে এখন দরকার প্রায় সাড়ে ৭ হাজার
কোটি। সুত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বিজার্ট ব্যাঙ্ক
থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে
রাজ্য সরকার। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের
মতে, খুব সম্ভবত ডিএ মেটাতেই এই ঋণ নিয়েছে
সরকার। যদিও তা মনে করছেন সংগামী সৌখ
মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। তিনি বলেন,
“এরকম কোনও সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে মনে হয়
না। একটা গুজব ছড়ানো হয়েছে। সরকারের তো
লোন নেওয়ার দরকার নেই। মুদ্রামন্ত্রী তো নিজেই
কেনসবুকে লিখলেন রাজ্যের আর্থিক অবস্থা ভাল।
সেখানে ১০ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার জন্য
ঋণ কেন নিতে হবে? তার কিসের প্রয়োজন?”
যদিও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লোন না মিললে
তারা আদালত অবমাননার মামলা করবেন বলেও
জানিয়েছেন। বৃহত্তর আদালতের ইশিয়ারিও দিয়ে
রেখেছেন।

হিন্দি-উর্দুর জন্য খরচ হাজার কোটি,
মোদি জমানায় বঞ্চিত বাংলা ভাষা!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা উন্নয়নের
বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আবারো বিতর্কের নড়
উঠেছে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, গত দশ
বছরে সরকারি তহবিল থেকে হিন্দি ও উর্দু
ভাষার উন্নয়নে প্রায় হাজার কোটি টাকা ব্যয়
করা হয়েছে, যেখানে বাংলা ভাষা এই সময়ে
উল্লেখযোগ্যভাবে বঞ্চিত রয়েছে। এই বিষয়ের
বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে তীব্র আন্দোলনের সূত্রপাত
ঘটেছে, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও
সাংস্কৃতিক সংগঠন এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলছেন।
রাষ্ট্রীয় তথ্য অধিকার আবেদনের মাধ্যমে
প্রকাশিত হালের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ থেকে
২০২৪ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি
ভাষার উন্নয়নে ৪২৬ কোটি টাকা এবং উর্দু
ভাষার জন্য ৮৬৮ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।
অন্যদিকে, বাংলা ভাষা, যা পশ্চিমবঙ্গ ও
ত্রিপুরার রাজ্যভাষা হিসেবে কাজ করে এবং
প্রায় ৮ কোটি মানুষের মাতৃভাষা, তার জন্য
এই সময়ে বরাদ্দ কর্তৃকু ছিল তা নিয়ে স্পষ্টতা
নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলা ভাষার জন্য
বরাদ্দ হয়েছে মাত্র কয়েক কোটি টাকা, যা
অন্যান্য ভাষার তুলনায় অত্যন্ত কম। এই
বৈষম্যের কারণ হিসেবে বহু মানুষ নরেন্দ্র মোদি
সরকারের ভাষা নীতিকে দায়ী করছেন। তাদের
দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি ও উর্দুর ভারতীয়
ভাষাগুলোর উপর জোর দিয়ে রাজ্যভাষা
হিসেবে বাংলার গুরুত্বকে উপেক্ষা করেছে। এই

নীতির ফলে বাংলা ভাষার সাহিত্য, শিক্ষা ও
সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা একটি
গভীর উদ্বেগের বিষয়। বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও
এর সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন নতুন নয়।
১৯২৫ সালে ঢাকায় বাংলা ভাষা আন্দোলনের
শরঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

সৃষ্টি করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলা
ভাষার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট তহবিল না থাকায়
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা সাহিত্য ও
গবেষণার কাজে বাধা পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
শরঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের উর্দু-কেন্দ্রিক
নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়েছিল। এই
আন্দোলনের ফলে ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা
ভাষার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে
স্বীকৃত হয়। তবে ভারতের ক্ষেত্রে, যেখানে
বাংলা একটি সমৃদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক
ঐতিহ্যের ভাষা, সেখানে এর উপর কেন্দ্রীয়
সরকারের উদাসীনতা বাঙালি সমাজের অনেক

মতো মহান সাহিত্যিকদের ভাষার উন্নয়ন না
হওয়ায় নতুন প্রজন্ম তাদের সঙ্গে সংযোগ
হারিয়ে ফেলতে পারে। আকর্ষণীয় ব্যাপার
হলে, সংস্কৃত ভাষার জন্য গত দশ বছরে
২,৫৬২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা
তামিল, তেলুগু, কন্নড় এবং অন্যান্য দক্ষিণ
ভারতীয় ভাষার মোট বরাদ্দের তুলনায় অনেক
বেশি। দক্ষিণ ভারতের ভাষা তামিলের জন্য

খরচ হয়েছে ১২০ কোটি। তেলুগু এবং
কন্নড়ের জন্য ১২ কোটি করে। পশ্চিম ভারতের
মালয়ালমের জন্য ৫৪ কোটি খরচ করেছে কেন্দ্র।
আলোচিত আদি ভাষা ছাড়া দেশের বাকি ভাষার
জন্য ১৫ কোটিরও কম খরচ হয়েছে। গত দশ
বছরে। উর্দুর জন্য এত বড় বরাদ্দের কারণ
হিসেবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি উত্তর
ভারতের একটি প্রভাবশালী ভাষা হওয়ার
কারণে এবং সরকারি শিক্ষা প্রণালীতে এর
ব্যবহার। তবে বাংলা, যা ১৯৪৭ সালের
ভারতীয় সংবিধানে অষ্টম তফসিলে স্থান
পেয়েছে, তার জন্য এতটুকু গুরুত্ব দেওয়া
হয়নি। বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য বিশেষজ্ঞরা
কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রথমে, কেন্দ্রীয়
সরকারকে বাংলা ভাষার জন্য একটি পৃথক
তহবিল তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলা
সাহিত্য ও গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে
অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো উচিত। তৃতীয়ত, বাংলা
ভাষাকে প্রযুক্তি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহার
বাড়ানোর জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা
দরকার। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও
জাগরণ দেখা দিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে
বাঙালিরা #SaveBengaliLanguage
হ্যাশট্যাগের মাধ্যমে তাদের অগোপন প্রকাশ
করছেন। এই আন্দোলন কতদূর অগ্রসর, তা
নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। তবে
একটি বিষয় স্পষ্ট-বাংলা ভাষার প্রতি এই
উদ্বেগকে অব্যাহত থাকলে রাজনৈতিক ও
সাংস্কৃতিক পরিচিতি আরও জটিল হতে পারে।

আমার কাঁধে
এখন তেরঙা,
মহাকাশ থেকে
প্রথম বার্তা
উচ্ছ্বসিত
শুভাংশুর

নয়াদিল্লি, ২৫ জুনঃ আয়িওম-৪
মিশন-এর সফল উৎক্ষেপণের পর
গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুল্লা
পৃথিবীতে পাঠানো প্রথম বার্তায়
জানালেন, কাঁধে করে তেরঙা নিয়ে
যাচ্ছি। অর্থাৎ চার দশক পর এক
অনন্য ইতিহাসের পাতায় লিখতে
চলেছেন তাঁর দেশ ভারতের নাম।
এদিন মিশনের কন্ট্রোল রুম পাঠানো
প্রথম বার্তায় শুল্লা বলেন, “এই
অভিযান শুধু আন্তর্জাতিক স্পেস
স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা নয়, ভারতের
মহাকাশ কর্মসূচির সূচনা।” গ্রুপ
ক্যাপ্টেন শুল্লা বলেন, “নামস্কার,
দেশবাসী! ৪১ বছর পর আমরা
আবার মহাকাশে এলাম। অসাধারণ
রাইড এটা। প্রতি সেকেন্ডে সাড়ে ৭
কিলোমিটার বেগে আমরা পৃথিবীর
চারপাশে প্রদক্ষিণ করছি। আমার
কাঁধে লাগানো তিরঙ্গা বলছে আমি
সকল ভারতীয়ের সঙ্গে আছি। এটা
শুধু আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের
আমার যাত্রা নয়, এটা ভারতের মানব
স্পেস প্রোগ্রামের সূচনা। আমি চাই



আপনারা সকলে এই যাত্রার অংশ
হন। আপনারা বুকও গর্বে ফুলে
উঠুক। একসঙ্গে আমরা ভারতের
স্পেস প্রোগ্রামের সূচনা করি। জয়
হিন্দ, জয় ভারত!” উল্লেখ্য, রাকেশ
শর্মা'র পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে
মহাকাশে পাড়ি দিলেন শুভাংশু
শুল্লা। বুধবার ভারতীয় সময় দুপুর
১২টার কিছু পর সফল উৎক্ষেপণ হয়
তার মহাকাশযাত্রার। জাতীয় প্রতিরক্ষা
আক্যাডেমির প্রাক্তন শুভাংশু
২০০৬ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায়
ফাইটার পাইলট হিসেবে যোগ দেন।
তার বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা প্রায়
২,০০০ ঘণ্টার, যেখানে তিনি
চালিয়েছেন সু-৩০ এমকেআই,
মিগ-২১, জগুয়ার, উর্নিয়ার-সহ
একাধিক যুদ্ধবিমান। প্রসঙ্গত,
আয়িওম মিশন ৪ মিশনের নেতৃত্বে
রয়েছেন নাসার অভিজ্ঞ মহাকাশচারী
পেগি হুইটসন। শুভাংশু শুল্লা ছাড়াও
এই অভিযানের রয়েছেন পোল্যান্ডের
স্লভোস উজ্জ্বলানস্কি-ডিসনিমিডস্কি
এবং হাঙ্গেরির তিবোর কাপু, যারা
দু’জনেই মিশন স্পেশালিস্ট হিসেবে
অংশ নিয়েছেন। এই অভিযানটি শুধু
ভারতের জন্য নয়, নাসা, ইসরাইল,
ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির মতো
আন্তর্জাতিক মহাকাশ সংস্থাগুলোর
মিলিত প্রয়াস। এই ধরনের বার্তাগুলি
মহাকাশ অভিযান আগামী দিনে
মানুষের মহাকাশ অভিযানে এক নতুন
দিশা দেখাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

শুভাংশু শুক্লার মহাকাশ

অভিয়ানকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : ১৪০ কোটি ভারতীয়ের ইচ্ছা, আশা এবং আকাঙ্ক্ষা সঙ্গে নিয়ে চলেছেন বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা- এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশচারীদের নিয়ে মহাকাশ অভিযানের সফল উদ্দেশ্যপূর্ণকে স্বাগত জানাই।

ভারতীয় মহাকাশচারী, গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যাওয়া প্রথম ভারতীয় হতে চলেছেন। তিনি তাঁর সাথে ১.৪ বিলিয়ন (১৪০ কোটি) ভারতীয়দের ইচ্ছা, আশা এবং আকাঙ্খা বহন করছেন। তাঁকে এবং অন্যান্য মহাকাশচারীদের সাফল্য কামনা করি! অন্যদিকে আগে একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছে চেষ্টা। বৃথার ফের একবার মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছেন শুভাংশু শুক্লারা। সবকিছু ঠিক থাকলে ভারতীয় সময় দুপুরে নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে মহাকাশের উদ্দেশে পাড়ি দেবেন তারা। এদিন ভারতীয় সময় বেলা বারোট্ট বেজে এক মিনিটে পৃথিবী ছেড়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দেবে অ্যাক্সিয়ম-৪। আর সেই অভিযানের শরিক হয়ে নাসার গড়তে চলেছেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু।৩৯৫ লক্ষ কমপ্লেক্স থেকে ‘ ফ্যালকন ৯’ রকেটের সাহায্যে ‘ড্রাগন’কে মহাকাশে পাঠানো হবে। নাসার ‘ অ্যাক্সিয়ম-৪’ অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নাসার প্রাক্তন নভল্ডর তথা অ্যাক্সিয়ম স্পেসের মানব মহাকাশযানের ডিরেক্টর রেগি হুইটসন। আর পাইলটের ভূমিকায় রয়েছেন লখনউয়ের ছেলে শুভাংশু। চেষ্টা সফল হবে তিনি হবেন দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি মহাকাশে পাড়ি দেবেন। এর আগে ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা মহাকাশে গিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়।

কংগ্রেসের সংবিধান বা গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলার কোনও অধিকার নেইঃপ্রতাপ সারঙ্গি



বালাসোর,২৫জুন : দেশের জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বৃথবার ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সাংসদ প্রতাপ সারঙ্গি সংবাদমাধ্যমের কাছে জানান , যারা নিজেদের প্রয়োজনে সংবিধান লঙ্ঘন করেছে , গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে , আজ তাদের হাতেই সংবিধানের একটি কপি। সবথেকে হাস্যকর বিষয় ,কংগ্রেস দলের সংবিধান বা গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলার কোনও অধিকার নেই।, যারা নিজেদের স্বাধে সংবিধান অবমাননা করেছে। ২৫, ২৬ এবং ২৭ জুন এই তিন দিন ধরে সারা দেশে অনুষ্ঠান চলবে। গ্রাম থেকে শহরে ছোড়ি ও পোস্টারের মাধ্যমে ভুলে ধরা হবে অত্যাচারের বকরণ অযায়া।

শ্রীনগরের রাজবাগে দেওয়ালে স্কুটির ধাক্কা, এক কিশোরের মৃত্যু

শ্রীনগর, ২৫ জুন : শ্রীনগরের রাজবাগ এলাকার স্ট্রীলান্ড বারের কাছে একটি দেওয়ালে স্কুটি ধাক্কা মারলে ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরের মৃত্যু হয় এবং অন্য একজন আহত হয়েছেন। মৃত কিশোরের নাম মুনিফ আহমেদ (১৪)।পুলিশ জানিয়েছে, দুই কিশোরই শ্রীনগরের রামবাগের বাসিন্দা। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দেওয়ালে স্কুটি ধাক্কা মারো। আহত দুই কিশোরকেই সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর মৃত বলে ঘোষণা।

শ্রী নারায়ণ গুরু এবং মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক সংলাপের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নারায়ণ গুরু -মহাত্মা গান্ধীর সংলাপের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত শ্রী নারায়ণ গুরু এবং মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে ঐতিহাসিক সংলাপের শতবর্ষ উদযাপনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে তিনি সম্প্রতি সফলভাবে সম্পন্ন ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে এটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের স্পষ্ট ও কঠোর নীতিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে।১৯২৫ সালে শ্রী নারায়ণ গুরু এবং মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন যে এই



সংলাপ কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, আজও এটি সামাজিক সম্প্রীতি এবং জাতীয় ঐক্যের অনুপ্রেরণার

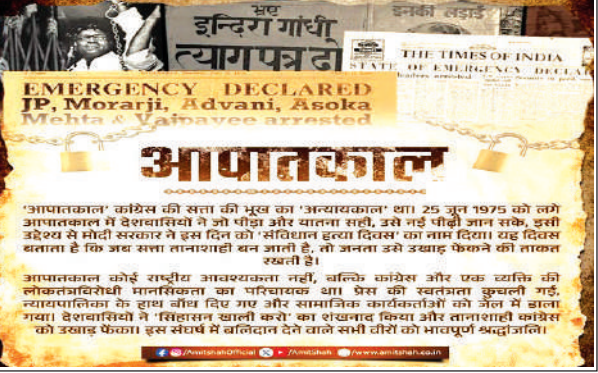
উস। তিনি বলেন যে শ্রী নারায়ণ গুরুর জীবন সাম্য, ঐক্য এবং আধ্যাত্মিক উত্থানের প্রতীক।

দিঘার নবনির্মিত মন্দিরে প্রথমবার রথযাত্রা, চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৫ জুন : দিঘার রথযাত্রাকে ঘিরে তুলুল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। দিঘার হোটেলের ঠাই নাই, ঠাই নাই রবা। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অটিসাঁট করা হয়েছে নির্াপত্তা।পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, হোটেলগুলির রিসেপশনে ঘণ্টাভার হারের তালিকা টাঙানো বাধ্যতামূলক করেছেন জেলাশাসক।মন্দিরের চার কোণে চারটি ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করা হচ্ছে। সৈকতশহরের পাশাপাশি জগন্নাথ মন্দির থেকে মাসির বাড়ি

ভারতের বিশেষত্ব হলো, যখনই দেশ সংকটে পড়ে, তখনই কোনও না কোনও মহান ব্যক্তিত্ব এগিয়ে আসেন। শ্রী নারায়ণ গুরু ছিলেন এমনই একজন সাধু যিনি সমাজকে নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক আলোচনা পর্বটি ১৯২৫ সালের ১২ মার্চ মহাত্মা গান্ধীর সফরের সময় শিবিরের মঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বৈকম সত্যাগ্রহ, ধর্মীয় আলোচনা, অহিংসা, অস্পৃশ্যতা বিলোপ, মোক্ষলাভ, নিপীড়িতদের উন্নয়ন এবং অন্যান্য বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে এই আলোচনা হয়েছিল।

‘সংবিধান হত্যা দিবস’ নিয়ে বার্তা অমিত শাহর



নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : ‘ সংবিধান হত্যা দিবস’-এর বিশ্লেষণ করলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘ জরুরি অবস্থা’ ছিল কংগ্রেসের ক্ষমতার লোভের ‘ অবচ্যায়ের সময়’। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন জারি করা জরুরি অবস্থার সময় দেশবাসী যে যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েছিল, তা নতুন প্রজন্মকে জানানোর লক্ষ্যে, মোদী সরকার এই দিনটিকে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ নামে চিহ্নিত করেছে। দিনটি আমাদের বলছে যে, যখন সরকার শৈর্যচাচী হয়ে ওঠে, তখন জনগণের হাতেই তা উখাতের ক্ষমতা থাকে।জরুরি অবস্থা জাতীয় প্রয়োজন ছিল না। বরং সেটা কংগ্রেস এবং একজন ব্যক্তির গণতন্ত্রবিরোধী মানসিকতার প্রতিফলন ছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চূর্ণ করা হয়েছিল, বিচার বিভাগের হাত বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এবং সমাজকর্মীদের কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। ‘সিংহাসন ছেড়ে দিন’ স্লোগান তুলে স্বৈরাচারী কংগ্রেসকে দেশবাসী উখাত করেছিলেন। এই সংগ্রামে যারা প্রাণ দিয়েছেন, সেই সব বীরদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উত্তরাখণ্ড সফরে উপরষ্ট্রপতি



নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালে সফরে উপরষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়া। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) এই বিষয়ে জানিয়েছে।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, উপরষ্ট্রপতি ধনখড় বৃথবার কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে সভাপতিত্ব করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াা ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দবেন। শুক্রবার শেরউড কলেজের ১৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ধনখড়া। এইসময় উপরষ্ট্রপতি নৈনিতালের রাজভবনও পরিদর্শন করবেন।

নোটিশের পর ফরিদাবাদে বুলডোজার অভিযান শুরু

ফরিদাবাদ, ২৫ জুনঃ হাসপাতাল করায় জন্যও অনুরোধ করেছিলেন। পরে বিজেপি নেতা টিগ্লর চাঁদ শর্মা কাজ শুরু করেছে। এই সেতু নির্মাণের বিষয়ে পূর্ত বিভাগ অবৈধ নির্মাণকারী ১৫ জনকে দুবার নোটিশ দিয়েছে। এই নোটিশের পর বৃথবার একদল কর্মী ভাঙার কাজ শুরু করেছে।পঞ্জাবি ধর্মশালা থেকে আকাশ সিনেমা পর্দন্ত মোহনা মার্গের দুদিকে অনেক লোকানদার দখল করে রেখেছে বলে অভিযোগ। এই

দোকানদাররা সম্প্রতি পরিমাপ

করার জন্যও অনুরোধ করেছিলেন।

পরে বিজেপি নেতা টিগ্লর চাঁদ শর্মা

দোকানদার এবং পূর্ত বিভাগের

কর্তাদের মধ্যে একটি বৈঠকের

আয়োজন ক রেছিলেন। এই

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল

যে গুপ্ত হোটেল মার্কে টে

কেনও দোকান ভাঙা হবে না।

কিন্তু এখন এই দোকানদাররাও

ভাঙার ভয়ে ভীত। তারা কী

করবেন বুঝতে পারছেন না।

পড়ুয়াদের পুঁথিগত শিক্ষা এবং শিল্পের চাহিদার মেলবন্ধনের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর লরেন্টো কলেজের



কলকাতা, ২৫ জুন : লরেন্টো কলেজ, কলকাতা এবং এডুনেট ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। প্রেসমেন্ট সেলের একটি উদ্যোগ হিসেবে এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হল কলেজের দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচিতে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত IBM SkillsBuild প্রোগ্রামকে একীভূত করা, যাতে একাডেমিক শিক্ষা এবং শিল্পের চাহিদার মধ্যে ব্যবধান পূরণ করা যায়।উল্লেখ্য, IBM SkillsBuild প্রোগ্রামটি একটি বিনামূল্যে ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম অফার করে যেখানে ৮,০০০-এর বেশি কোর্স রয়েছে। এই কোর্সগুলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ক্লাউড কম্পিউটিং, সাইবারসিকিউরিটি, ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধানের মতো পেশাদার কর্মক্ষেত্রের দক্ষতা সহ বিস্তৃত বিষয় নিয়ে। এটি শিক্ষার্থীদের শিল্প-স্বীকৃত ডিজিটাল শংসাপত্র অর্জন এবং প্রকল্প-ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে বাবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করে।কলেজের তরফে জানানো হয়েছে, এই সমঝোতা স্মারকের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হলঃ ডিজিটাল এবং পেশাদার দক্ষতা বৃদ্ধিঃশিক্ষার্থীদের ইডাফ্রিট ৪.০ প্রযুক্তি এবং তার বাইরের জন্য প্রাসঙ্গিক অত্যাধুনিক ডিজিটাল এবং প্রয়োজনীয় পেশাদার দক্ষতা দিয়ে। সম্জিত করা।কর্মসংস্থান ক্ষমতা উন্নত করা।নিয়োগকর্তাদের দ্বারা মূল্যবান দক্ষতা এবং শংসাপত্র প্রদান করে স্নাতকদের কর্মসংস্থান ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার প্রসারঃব্যবহারিক, সম্পদে প্রবেশাধিকার প্রদানঃশিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদের IBM-এর বিশ্বমানের শেখার বিষয়বস্তু, সফটওয়্যার এবং ক্লাউড-ভিত্তিক পরিষেবাগুলিতে প্রবেশাধিকার দেওয়া।লরেন্টো কলেজ, কলকাতা এবং এডুনেট ফাউন্ডেশনের মধ্যে IBM SkillsBuild প্রোগ্রামের জন্য এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর পেশাদারদের পরবর্তী প্রজন্মকে ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে দাবি কলেজ কর্তৃপক্ষের।

দুরন্ত বার্তা

রাশিফল

মেঘঃ আজ কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রকল্প বা দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত থাকুন, কারণ আপনার নেতৃত্বের দক্ষতার প্রশংসা করা হবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কে মধুরতা আসবে। আপনার কটিনে কিছু ধ্যান এবং বিশ্রাম অন্তর্ভুক্ত করুন। কিছু অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসতে পারে, তাই সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার আরাম এবং পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিন। এই দিনটি সফল্য এবং সুখে পূর্ণ হতে পারে, কেবল এই ইতিবাচকতা বজায় রাখুন। বিবাহের যোগ হবে। বৃষঃজীবন নিয়ে হেলোফেলো করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি অধিকাংশই অপ্রত্যাশিত উস থেকে উপার্জন করবেন। বাজারা আপনাকে বারি কাজ সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে। মিথুনঃআজ আপনি একটি নতুন শক্তি অনুভব করতে পারবেন। আপনার ধারণা এবং চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেওয়ার জন্য আপনি অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত হবে, যা আপনাকে সহজেই অন্যদের কিছু বোঝাতে সাহায্য করবে।

কর্কটঃ আপনার স্বয়চ্ছালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আশ্রয় কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে।

সিংহঃআজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস বয়ে আনবে। আপনি যে দিকেই যান না কেন, আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। আপনার সৎসম্পর্কে আসা লোকেরা আপনার অনন্য

প্রতিভার প্রশংসা করবে।

কন্যাঃ শরীর নিয়ে উচ্কতা দেখাবেন না, এতে অসুস্থতা আনবে বাড়ো। বুকে খরচ করুন এবং আজ বাজে খরচ না করেতে চেষ্টা করুন।

আপনার পরিবারের সম্পদরা চুচ্ছ ব্যাপারকে বা করে দেখাতে পারে।

তুলাঃআজকের দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ থাকবে। আপনি

উদ্যাপনে সভাপতিত্ব করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াা ও

শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দবেন। শুক্রবার শেরউড কলেজের

১৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন

ধনখড়া। এইসময় উপরষ্ট্রপতি নৈনিতালের রাজভবনও পরিদর্শন করবেন।

বৃশ্চিকঃ আজ আপনি আশার জাদু বুঝবেন করলে। আপনি আজ যেক্ষণে

পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক শান্তি থাকবে। বিবাহের যোগ হতে পারে

ধনুঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য শক্তি এবং উৎসাহে পূর্ণ হবে।

আপনি নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য নিজেকে প্রস্তুত পাবেন এবং

আপনার ধারণাগুলি তীক্ষ্ণ হবে। আপনি আপনার লক্ষ্যের দিকে

যোগা যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। শোষণের জীবনে

সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক

সুদৃঢ় হবে, যা আপনার কাজকে আরও সহজ করে তুলবে। ব্যক্তিগত জীবনে

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে খুশি করবে।।

মকরঃ আপনার ক্রমাগত ইতিবাচক চিন্তা পুরস্কৃত হবে। আপনি

প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনার নিষ্ঠা ও কঠোর

পরিশ্রম দৃষ্টি গোচর হবে এবং আজ আপনার জন্য কিছু আর্থিক পুরস্কার

নিয়ে আস্তে পারে।

কুম্ভঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন শক্তি এবং অনুপ্রেরণা

নিয়ে আসবে।

মীনঃ খুশিতে ভরা ভালো দিন। আপনি যদি কোনও ঋণ গ্রহীতাকে

দীর্ঘদিন থেকে আপনার অর্থ ফেরত দিতে বলছিলেন, এবং তিনি তা

এড়াচ্ছিলেন, তবে আজ আপনার ভাগ্যবান দিন, কারণ তিনি আপনার

অর্থ অপ্রত্যাশিত ভাবে ফেরত দিতে পারেন। যদি আপনার মনের উপর

কোন চাপ থেকে থাকে- তাহলে আপনার স্বাধীন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের

সাথে কথা বলুন-কারণ তারা

আবহাওয়া

বুড়ির দাপট কিছুটা বাড়তে পারে। এদিন হাওয়া, হাওয়া, দক্ষিণ ২৪

পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়খ্রাম, পূর্বশিলিা, বাকুড়া এবং পশ্চিম

বর্ধমান বৃষ্টি হতে পারে। এই জেলাগুলির পাশাপাশি শুক্রবার

পর্বন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে দুই বর্ধমান এবং বীরভূমেও। বৃহস্পতিবার

উপকূলীয় অঞ্চলে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো

হাওয়া বইতে পারে। ওই দু’দিন সমুদ্র উত্তাল থাকবে বলে জানিয়েছে

হাওয়া অফিস। সে সময় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার

ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকলেও বৃষ্টি

সেভাবে ঝোড়ো ব্যাটিং করেনি এখনও জেলায় জেলায় মাঝারি

বৃষ্টি হয়েছে গত কয়েকদিনে। আবহাওয়া দপ্তর তা বলে জানা

গেছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আগামী পাঁচ দিন হালকা থেকে

মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মিনিট। ভাটা-

সকাল ১১টা ৫৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৫২মিনিট। সূর্যোদয় ও

সকাল ৪টা ৫৮মিনিট এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হয়েই।

অলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২০৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১১ আষাঢ় ১৪৩২

মহাকাশে ভারতের নবযাত্রাঃশুভাংশুর উড়ান বিশ্বমঞ্চে এক ঐতিহাসিক প্রত্যয়

এই তো সেদিন, আমার স্কুলের পাঠ্যে পড়েছি কলপনা চাওলা বা সুন্দরলাল বাহুগুপার নাম। ভারতীয় হিসেবে তাঁদের কৃতিত্ব গর্বের, অথচ সেই গর্বের পরিসর যেন সীমিত ছিল কাগজ-কলমে। আজ, ২০২৫-এর এই সময়ে দাঁড়িয়ে, ভারতের মহাকাশ অভিযানে অংশগ্রহণ শুধু আর গর্ব নয়, তা হয়ে উঠছে বাস্তবের নির্বাণ, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সক্ষমতার প্রমাণ। আর এই বাস্তবকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন শুভাংশু শুক্লা।ক্যালকন ৯ রকেট যখন আমেরিকার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে আকাশে উড়ে গেল, সেই মুহূর্তে শুধুমাত্র এক বিজ্ঞানী বা নভোচারীর নয়, গোটা দেশের হৃদয় একসঙ্গে স্পন্দিত হল। কারণ সেই রকেটে ছিল উড়ান স্পেসক্রাফ্ট, আর তারই অংশ ছিলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষক শুভাংশু শুক্লা। এই উড়ান ভারতীয় মহাকাশ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করল।এবার আর ‘ প্রেপেয়ারিং ফর স্পেস মিশন’ জাতীয় Schlagzeile নয়-ভারত এখন সরাসরি ‘ ক্যাপসুল’-এর ভিতরে, সেইসব অভিযানে যেখানে দেশের পতাকা শোভা পায় বিশ্বমানচিত্রে। আর তাই এই অভিযান নিছক এক সফল উদ্দেগুপ নয়, বরং এক সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিজয়।এই অভিযানের তাপর্ষ কেবল শুভাংশুর অংশগ্রহণেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি প্রমাণ করে দিচ্ছে, ভারত এখন আর আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্পেসসুচারি পর্যবেক্ষক নয়, সে সক্রিয় অংশীদার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে তার যোগ্যতা এবং তরুণ প্রজন্মের আত্মবিশ্বাস মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত।স্পেসএক্স-এর রকেট উদ্দেগুণের সময় একটি কারিগরি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দ্রুত ক্রটি চিহ্নিত করে তা সফলভাবে মেরামত করা হয়েছে। এই ঘটনাই আবার দেখিয়ে দিল-আধুনিক বিজ্ঞান শুধু আবিষ্কার নয়, তা ধৈর্য, সংকল্প ও নিরবিচার প্রচেষ্টার ফল। শুভাংশু ও তার সহকর্মীরা সেই ধৈর্য পরিহ্বিততেও দৃঢ় থেকে প্রমাণ করলেন। তাঁদের মানসিক বল এবং পেশাগত শৃঙ্খলা।এই অভিযানের নাম ‘ড্রাগন মিশন’ হলেও, এর পিছনে ভারতীয় আত্মার গর্জন স্পষ্ট। আজ থেকে দশ-পনেরো বছর আগেও কেউ ভাবতে পারতেন না, এক ভারতীয় তরুণ বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক মহাকাশ অভিযানে আমেরিকার নেতৃত্বধীন প্রযুক্তি প্রকল্পে এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেনে। এমনকি যে রকেটটি উদ্দেগিপিত হয়েছে-ফ্যালকন ৯, তা ইলন মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্সের তৈরি, বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দুর্নাব্যবহারযোগ্য মহাকাশযানের একটি। তাতে ভারতীয় যোদার শামিল হওয়া যে কেবল গর্বের নয়, তা বৈশ্বিক বিশ্বাসেরও প্রতীক।শুভাংশুর সাফল্য নিছকই একটি পেশাগত অর্জন নয়, এটি ভারতের শিক্ষাব্যস্থা, গবেষণা পরিকাঠামো এবং রাষ্ট্রীয় অগ্রগতিারের রূপরেখা কেমন হওয়া উচিত, তারও দৃষ্টান্ত।একদিকে মনোন ISRO নিজের স্বাধীন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনিই ভারতীয় তরুণরা আন্তর্জাতিক মহাকাশ সংস্থাগুলির অংশ হিসেবে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরছেন। এই দ্বিমুখী অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে ভারতের ভবিষ্য মহাকাশ রাজনীতির চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে।এই সাফল্য আবার ঘরে ঘরে পৌঁছানোর মতো এক ব্যা্তও বয়ে আনবে। আজ ভারতের প্রতি প্রান্তে যদি কোনও শিশু মহাকাশচােরী হওয়ার স্বপ্ন দেখে, তবে তা নিছক কল্পনা নয়। শুভাংশুর মত মানুষরা পেরিয়ে দিচ্ছেন, সেই স্বপ্ন পূরণ করাও সম্ভব। প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যদি সঠিক পথে এগোয়, তাহলে ভারতীয়রাও মঙ্গল, চাঁদ বা মহাজাগতিক গবেষণার আরও বেশি করে প্রতিনিধি় করতে পারবেন।তবে, এই ঐতিহাসিক অভিযানের মুহূর্তে কিছু প্রশ্নও উঠে আসে। বিজ্ঞানীরা যখন মহাকাশে এগিয়ে চলেছেন, তখন দেশের অভ্যন্তরে কি আমরা তাঁদের কাজের মূল্যায়ন যথাযথ করছি? আমাদের পাঠ্যক্রম, গবেষণা অনুদান, প্রযুক্তি ক্ষেত্রের মূলধন বরাদ্দ কি সত্যিই এই প্রতিভাদের তৈরি করার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করছে? না কি শুভাংশুর মতো প্রতীভারা শুধুমাত্র নিজেদের দৃঢ় সংকল্পে এই শিকরে পৌঁছানোর ্থই প্রস্তুত। উত্তর উত্তর এই উজ্জ্বল অভিযাত্রার সূচনা হোক আরও গভীর ও বিস্তৃত। শুভাংশুর পথ ধরে এগিয়ে আসুক আরও শত শত মেধা, যারা ভারতকে মহাকাশে সত্যিকারের ‘নেতা’ করে তুলবে। যতদিন পর্যন্ত আশ্রয় থাকবে মাধার উপরে, ততদিন ভারতে স্বপ্নের ডনাও ছড়িয়ে থাকবে নক্ষত্রলোক জুড়ে ।

কেউ ভুলবে না জরুরি অবস্থার সেই অঙ্গকার অধ্যায়

কেউ কোনওদিন ভুলতে পারবে না কীভাবে ভারতের সর্বিধানের চেতনা পদনিলিত করা হয়েছিল, কীভাবে দেশের সংসদকে কার্যত নিষ্ক্রম করে দেওয়া হয়েছিল। - এই কথাগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কণ্ঠে ফের প্রতিধ্বনিত হলো, দেশের অন্যতম বিতর্কিত সময়কাল, ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার বর্ষপূর্তিতে। ২৫শে জুন, সেই দিনটা, যেদিন থেকে শুরু হয়েছিল ভারতের ইতিহাসের এক অন্ধকারতম অধ্যায়। রাতারাতি রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদের স্বাক্ষরে ইপিরা গান্ধীর নেতৃত্বধীন সরকার দেশে জারি করে ‘অস্থিরতা’র অভ্যুত্থাতে স্থগিত করে দেওয়া হয় মৌলিক অধিকার, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, সংবাদমাধ্যমে স্বাধীনতা এবং বিরোধী কণ্ঠের অস্তিত্ব। প্রধানমন্ত্রী মোদী স্মরণ করিয়ে দেন, কীভাবে সেই সমগ্র সংবাদপত্রগুলির উপর কঠোর সেন্সরশিপ চালাানো হয়েছিল, কীভাবে বিরোধী দলগুলির হাজার হাজার কাকতালিক বিনা বিচারে প্রেসভার করে কাব্যবন্দি রাখা হয়েছিল। রাস্তায় নামার সাক্ষ করলেই, শাসকের রোয়ে পাতে হতো-এ যেন ছিল এক আতঙ্কের রাজত্ব। তিনি বলেন, জরুরি অবস্থার সেই দিনগুলো শুধুই একটি রাজনৈতিক ঘটনার নিদর্শন নয়, বরং তা ছিল ভারতের গণতন্ত্রের হৃদয়ে এক গভীর আঘাত। সেই আঘাত আজও আমাদের গণতান্ত্রিক চেতনার কাছে এক সতর্কবার্তা। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭-এই ২১ মাস, ভারতীয় গণতন্ত্র কাণ্ডত অস্তিত্ব সংকটে পড়েছিল। আদালত, সংবাদমাধ্যম, রাজনীতি, প্রশাসন-সবকিছুতেই ভয় আর নিয়ন্ত্রণের ছায়া। অল ইন্ডিয়া রেডিও-র মতো সরকারি প্রচারমাধ্যম আর হয়ে উঠেছিল শুধুই সরকারের মুখপাত্র। অপছন্দের সব সংবাদ প্রতিবেদন আগেই সেন্সরের কাঁচি চলত। রাজনৈতিক বিরোধিতা মানে তখন ছিল জেলা। জয়প্রকাশ নারায়ণ, অটল বিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদানি, মোরারজি দেশাই-সহ অসংখ্য নেতাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল দীর্ঘদিন। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার ও সাংবিধানিক স্বাধীনতা হরণ করে কার্যত পুলিশ রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল ততকালীন সরকার।

ঃঃঃঃ অনুবুল চন্দ্রের বাণী ::::ঃঃঃঃ

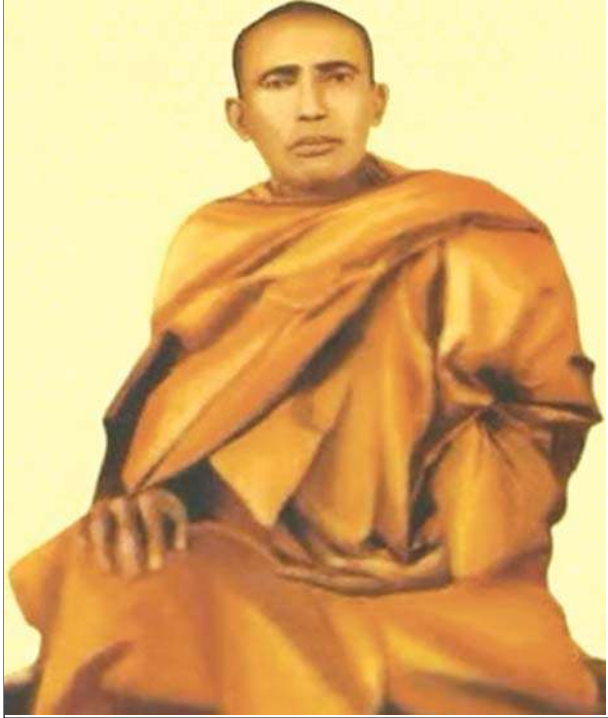


অমৃতময় জল কপটের নিকট তিক্ত লবনময়, তীরে যাহিয়া ও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি তা হলে তুমি প্রকৃত আদম কখনই লাভ করতে পারবে না। কপটশিল্পে মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় কারন, মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফূর্তি হয় না একটি ব্যক্তি অনের নিকট সুখাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয় পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া আর, পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালে হয়ে পারে। তাই বলে কোনো স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখাতি করতে নেই। সে তো তোষামোদ। সেক্ষেত্রে মন ও মুখ প্রায়ই এক থাকে না। সেটা কিন্তু বই খারাপ, আর তাতে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তি হারিয়ে যায়

বাঙালি বৌদ্ধদের ঐতিহ্যের স্থপতি কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির

অমলেন্দু চৌধুরীঃ১৯৮৫ সালে কৃপাশরণের যেশন যখন উন্নত্রিশ বছর।তখন বাঙলার বৌদ্ধ সঙ্ঘগুরু মহাত্মা পূর্ণাচার মহাস্থবির দীর্ঘ শ্রীলঙ্কা প্রবাসের পর নিজ গ্রাম উ ন াই ন পু র া য় (ব ত ্ ম া ন বাংলাদেশ,চট্টগ্রাম) প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি শ্রীলঙ্কার সুপ্রসিদ্ধ ‘রামএএ৩’ ভিক্ষু সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এন্থা ডথাবার রামএএ৩ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। তাঁরই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাঙলার বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিকতা ও কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করে। তাঁরই নিপুণ নেতৃত্বে ভিক্ষু সম্প্রদায় মধ্যে নব জাগরণের সূচনা হয়। তরুণ কৃপাশরণ এই মহাত্ম্যার সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁকে গুরু বরণ করে যথাকালে ভিক্ষু-ব্রত(প্রবজ্ঞা) গ্রহণ করেন। কৃ পাশরণ আপনার স্বভাবলব্ধ গুণে তাঁর প্রিয়ভাজন হন। গুরুদেব যখন বৌদ্ধতীর্থ ভ্রমণের সংকল্প করেন, তখন তিনি কৃপাশরণকেই তাঁর সহযাত্রী নির্বাচন করেন। গুরুদেবের অনুগামী হয়ে কৃপাশরণ নির্দিষ্ট দিনে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে যথাকালে বুদ্ধগয়ায় উপনীত হন। এইসময় নিজদেশেই বৌদ্ধধর্ম মধ্যযুগীয় কু সংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের ভারে সমগ্র বৌদ্ধ সংস্কৃতি নিপীতি অত্যাচারিত। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধত্বের এ লাল্ছানা নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস দেখে কৃপাশরণ মর্মাহত, তাঁর অন্তর আলোতি হয়, বিরোধের বহি ছলে ওঠে। এ বিরোধে অসত্যের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মনের আবেগে তরুণ কৃপাশরণ বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের সম্মুখে দাঁিয়ে সংকল্পবদ্ধ হন, তিনি ভারতে বুদ্ধ-মহিমা প্রচার এবং বৌদ্ধধর্মের উজ্জ্বল রূপ ভারতবাসীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করবেন সংকল্প তাঁর মধ্যে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করে। এরপর স্বল্প সংখ্যক বৌদ্ধদের আমন্ত্রণে তিনি ১৮৮৬ সালের ১৫ জুন কলকাতায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে আসেন, সে স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগ নেই একথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। তবুও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কৃপাশরণ হতাহত ন্য। ঠিক এ সময়েই তাঁর আশ্রয়স্থল জীর্ণ বিহারায় সরকারের কটাক্ষপাতে নিচুচু হয়ে যায়। এ আকস্মিক বিপপাতে তিনি বিপ্ন্মাত্র বিচলিত হননি, বরং শালবৃক্ষের মত অচল

অক্লান্ত চেষ্টায় কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। এ সঞ্চিত অর্থ ও ঋণের ওপর নির্ভর করে ১৯০০ সালে ললিত মোহন দাস লেনে ৫ কাঠা পরিমাণ জমি ক্রয় করেন। জমি ক্রয়ের ব্যাপারে কলকাতার তদানীন্তন রেজিস্ট্রার প্রতাপচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ঘোষ মহাশয় তাঁর আলাপ ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র ভূপে দ্রষ্ট্রী ঘোষকে কৃপাশরণের কর্মে সহায়তার জন্য নির্দেশ দেন। সেই থেকে ভূপে ও দ্রষ্ট্রী ঘোষ তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হন এবং অকৃত্তভাবে তাঁর সহায়তা করেন। ধর্মাক্ষুরের ইতিহাসে



ঘোষ মহাশয়ে নাম চিরস্মরণীয়। এরপর মহাস্থবির চট্টগ্রামের নানাস্থান ভ্রমণ করে চাঁদা সংগ্রহ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। বহু ভক্ত তাঁকে সংবর্ধিত করেন, সেই সংবর্ধনা সভায় ধর্মপ্রাণ সুপণ্ডিত গুণালঙ্কার স্থবির তাঁর গুণাবলী ও অসাধারণ কর্মনিপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর সহযোগিতা করবার সংকল্প প্রকাশ করেন। এই উদার সহৃদয়তার জন্য কৃপাশরণ তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এখানেই উভয়ের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। সেই থেকে কৃ পাশরণের ডান হাত রূপে গুণালঙ্কার বৌদ্ধধর্ম ও সমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯০৬ সালে রূ পাশরণের কর্মজীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তাঁর সমুদয়ের বাথবিপলিত মেনে ক্রমশ দূর হতে থাকে। চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারেও তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন। আগে যেখানে বার বার ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরতে হয়েছে, এখন তাঁর জন্য দ্বার উন্মুক্ত। লোক তাঁর

ভিক্ষাপাত্রে কিছু দিতে পারলেই যেন কৃতার্থ। তিনি উপযুক্ত সময় বিবেচনা করে সে বসরেই ত্রীত জমির ওপর ধর্মাক্ষুর বিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং বিহারের নির্মাণকার্য শুরু করে দেন। নির্মাণ কার্য দ্রুত করতে গিয়ে সংগৃহীত অর্থ শেষ হয়ে যায়। আবার ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেরিয়ে পানেন। এভাবে ধর্মাক্ষুর বিহারের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হবার পর ধর্মাক্ষুর সভা যথা স্থানে আজ যেখানে স্থানান্তরিত হয়। অল্পকালের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বগুাার নবাব আবদুল ছোভাহন চৌধুরী মহামানবী হরিনাথ দে

ভিক্ষু স্বতস্ফূর্ত ভাবে কৃপাশরণের সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসে ধর্মাক্ষুরের কার্যভার গ্রহণ করেন। কিছুকাল বিশ্রামের পর কৃ পাশরণ লক্ষ গৌতে একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। সেখানকার বিশিষ্ট নাগরিক এ মহাসভায় যোগদান করেন। তিনি সমবেত জনগণের হর্ষবর্ধন করে সংকল্প প্রকাশ করেন, তিনি লক্ষগৌতে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাঁর অনাস্থর ধর্মজীবন ও কর্ম প্রেরণায় মুগ্ধ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর মহ কার্যে সহায়তা দানে প্রতিশ্রুত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর প্রিয় সহচর গুণালঙ্কারকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষগৌ এর ডেপুটি কমিশনার মিঃ বাটলারের সঙ্গে সাক্ষা করে বিহার নির্মাণের জন্য এক খণ্ড জমি প্রার্থনা করেন। কৃপাশরণের সরল কথাবার্তা ও নির্লিপ্ত ভাবভঙ্গী এরকম প্রার্থনার জন্য কয়েক দিন ধরে বিচক্ষণ বাটলার মুগ্ধ হন। তাঁরই সাহায্যে কৃপাশরণ লক্ষগৌ-এর কেন্দ্রস্থলে ১০ কাঠা পরিমাণ জমির জমি লাভ করেন। সেই থেকে মিঃ বাটলার তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম গমন করেন এবং সেখান থেকে আকিয়াব(মিয়ানমার)বন্দর শহর যাত্রা করেন। তাঁর পূর্বেকার আকিয়াব ভ্রমণে শুধু প্রবাসী চট্টগ্রাম বৌদ্ধ গণগণেরই সহায়তা লাভ করেন। এবার তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের প্রতি আরকানী বৌদ্ধগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সর্থ্য হন। সেখানে তিনি তথাকার স্বনামখ্যাত আচার্য উঃপুএএ মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় আকিয়াবের নাগরিকগণ কর্তৃক সংবর্ধিত হন। সেই সভায় তারা ভারত ও বার্মা(মিয়ানমার) মধ্যে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে একটি অষ্টধাতু নির্মিত বৃহ বুদ্ধমূর্তি উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হন। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি গুণালঙ্কারের সহায়তায় একটি বৌদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনসমাজে প্রচারের জন্য ক্রমায়ণে বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক নানা পুস্তিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনার জন্য ‘জগজ্যোতি’ নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯০৮ সালে। এ অভিনব পত্রিকাটির মহাস্থবির গুণালঙ্কার ও স্বামী সমন পূ্ঠানদের সম্পাদনায় বাংলার বিদ্বসমাজে অত্যন্ত সাদৃশ্য হয় এবং বুদ্ধানার প্রচারে অদ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ২৫শে জানুয়ারি(১৩১৫ সালের ১১ই মাঘ) লক্ষগৌতে প্রাপ্ত জমির

‘রথে চেপে আসছে বিশ্বাসের উৎসব’ঃসময়ের সঙ্গে পাল্টে গেলেও পাল্টায় না রথযাত্রার প্রাচীন আত্মা

রথযাত্রা বাঙালির এক আবেগ। শুধু ধর্মীয় নয়, এটি এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক উসবও বটে। ভক্তি, ঐতিহ্য আর মিলনের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। ২০২৫ সালের রথযাত্রার দিনক্ষণ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেই সূত্রেই ফের উঠে এল চিরন্তন প্রশ্নটি-এই এক বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে কতটা আধুনিক হল আমাদের ধর্মচর্চা? আর কতটা চকিত রইল তার পুরনো সূত্র ও সূরুচি?আসন্ন রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে । অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে, চিরাচরিত নিয়মে। এই তিথি ও দিনগত মিলে যাওয়া যেন আবারও স্মরণ করিয়ে দিল, ধর্মের শিক। কত গভীরে প্রেথিত আমাদের জনজীবনে।শুধু পুরীতেই নয়, রথতের নানা প্রান্তে, এমনকি বিদেশের মাটিতেও হুড়িয়ে রয়েছে এই উৎসবের ছোঁয়া।

মূলতঃ থেকে শুরু করে বারাগসী, কলকাতা থেকে আমেরিকা-প্রতিষ্ঠা জাগরণ রথযাত্রা যেন একই সূত্রে গাঁথা এক অনুভব।কিন্তু এই ঐতিহ্যবাহী উসবটির প্রেক্ষাপটে আজকের বাস্তবতা কেমন? প্রযুক্তির প্রভাবের যুগে, যখন সমস্ত তথ্য হাতের মুঠোয়, রথযাত্রার মত এক প্রাচীন জমী় অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব কি শুধুই আগেয়ে আটকে? নাকি এই উসব এখনও আমাদের সমাজে নবজীবনের সঞ্চার ঘটাতে পারে?এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে মানুষের অংশগ্রহণে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর রথের দাটো হতে লাগান, শুধু ভক্তি নয়, এক অভ্যন্তরীণ তৃপ্তির জন্যও। রথযাত্রা যেন এক আবাক্ত আত্মিক আত্মনা। আর তা থেকেই উঠে আসে রথযাত্রার একটি অনান্য সামাজিক দিক-এই উসব কোনও বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর নয়, এটি সর্বজনীন। ধর্মী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ-সব বিভাজন তুলিয়ে দিয়ে এক মাযাবী আবেশ সৃষ্টি করে এই উসব।২০২৫ সালের রথযাত্রার সময়সূচী অনুযায়ী, সেই দিন ‘তিথি’ শুরু হবে সকাল ৮টা ৪২ মিনিটে এবং শেষ হবে পরদিন সকাল ৭টা ৪২ মিনিটে। এই সময়ের



মধ্যে নিয়ম মেনে অনুষ্ঠিত হবে শুভ যাত্রা। পঞ্জিকা অনুসারে শুভ মুহূর্তও নির্ধারিত হয়েছে, আর সেই মুহূর্তেই শুরু হবে দেবতাদের মহাপ্রস্থান।প্রশ্ন হল, এ তো কালেক্টারের হিবে। কিন্তু এই সময়সূচি কেবল পঞ্জিকার পাতায় নয়, ধরা থাকে মানুষের অন্তরে, এক গভীর বিশ্বাসে। দেবতা যেন এই দিনে প্রকৃতিই মর্ত্যে আসেন, রথ চেপে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলেন-এই ধারণা কোনও যুক্তিবাদে আবদ্ধ নয়। তা নিষাদ বিশ্বাসে রচিত, এবং সেই বিশ্বাসই বারবার পাল করে যেন ধর্ম মানে কেবল কুসংস্কার নয়, তা এক সাংস্কৃতিক চেতনার ধারক ও বাহক।রথযাত্রা, বিশেষ করে পুরীর রথযাত্রা, কেবল ভারতেরই নয়, বিশ্বের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শতাব্দীপ্রাচীন রীতি ও প্রথা, যার মধ্যে অন্যতম হল ‘পহরা’ বা গজরাজ পেজে রাজা নিজে রথ ঝাড়ু দেন, দেবতাদের প্রতি বিয়ম প্রদর্শন করে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য একদিকে ঐতিহ্য, আবার অন্যদিকে এক রাজনৈতিক ব্যাৰ্তাও-ক্ষমতা যখন ভক্তির সামনে নত হযাত্তরে প্রযুক্তির ছোঁয়াও বদলে দিয়েছে রথযাত্রার প্রেক্ষাপট। এক সময় যেখানে শুধুই সরাসরি অংশগ্রহণ সম্ভব ছিল, আজ সেখানে ডিজিটাল প্লাটফর্মে লাইভ স্ট্রিমিং-এর মাধ্যমে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই উৎসবের প্রবেশ। এমনকি ২০২৫ সালেও কলকাতা, মুম্বই, বেঙ্গালুরু বা নিউইয়র্ক-যেখানেই থাকুন না কেন, রথের দাঁড়তে আপনি ভার্চুয়ালি অংশ নিতে পারবেন। এই এক অভূতপূর্ব সংযোজন, যেখানে প্রযুক্তি আর প্রাচীনতার মধ্যে তৈরি হয়েছে এক

ওপর, ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ কার্য শুরু করেন। লক্ষগৌ বিহারের নির্মাণকার্য উপযুক্ত কর্মী ভিক্ষু কালীকুমারের তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। এই বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর প্রদেশে বৌদ্ধধর্মের সাা পাে তা অচিরেই একটি বৃহ বৌদ্ধ প্রচার-কেন্দ্রে পরিণত হয়। আধুনিক ভারতে বৌদ্ধ জাগরণের ইতিহাসে এ প্রতিষ্ঠানও একটি বিশেষ অবদান।১৯১৫ সালে আরাকান বাসীদের প্রদত্ত বুদ্ধমূর্তি কলকাতায় আনীত হন। মহাসমারোহে মূর্তিপ্রতিষ্ঠা উসব সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য, তখন এমন শিল্প শোভাময় সুবহু বুদ্ধমূর্তি কলকাতায় দূর্লভ। এই স্মৃতি দর্শনের জন্য কয়েক দিন ধরে ধর্মাক্ষুর বিহারে জাতিধর্মনির্বিশেষে লোক সমাগম হয়। অধ্যক্ষ ডঃ রস বুদ্ধমূর্তি দর্শন করতে এসে কৃপাশরণের সঙ্গে পরিচয়ে মুগ্ধ হন। ধর্মাক্ষুর সভাও এ মহানুভব ব্রিটিশ শিক্ষাব্রতীকে অকৃত্রিম সেবক লাভ করে। এর অব্যবহিত পরে কৃপাশরণের গুণমুগ্ধ তখন স্বরাষ্ট্রসচিবের পদে উন্নীত মাননীয় বাটলার কার্যোপলক্ষে কলকাতায় আসেন। তিনি কৃ পাশরণের প্রতিষ্ঠান দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কৃ পাশরণের সাদর আহ্বানে তিনি ধর্মাক্ষুর বিহার দর্শন করে অত্যন্ত প্রীত হন। মনীষী হরিনাথ দে ও শিলাচাৰ্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করেন। তাঁর মুখেও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা শুনে তাঁরই সহকর্মী অনারেরল বেডস্ ও অনারেরল কার্লাইল যথাক্রমে ধর্মাক্ষুর এসে কৃপাশরণের সঙ্গে পরিচয়ে মুগ্ধ হন। এরাও ধর্মাক্ষুরের পৃষ্ঠপোষকত। রথের কৃ পাশরণের জীবদ্দশায়ই একনিষ্ঠ কর্মী মহারাজ মহাজনের উদ্যোগে ভক্তগণ মহাস্থবিরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য ধর্মাক্ষুর প্রাঙ্গণে তাঁর মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। তাঁরই পৌরোহিত্যে এ উপলক্ষ্যে বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। অনাগরিক ধর্মপাল, মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রবীণ সাহিত্যিক তিব্বতী মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট বক্তা মহাস্থবিরের মহ চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে বক্তব্য রাখেন।

রেডিওতে চাষবাস

রাজেশ্বর সাহাঃ প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের জীবনযাত্রা তাদের জীবিকা ও বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের চাষ, কৃষি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কোন ঋতুতে কোন ভাবে পরিচর্যা ,আবার হাঁস, মুরগি , গরু , ছাগলের মতো বিভিন্ন গৃহপালিত পোষ্যদের পরিচর্যা অর্থা প্রাণী পালন , এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের বিশেষ পরামর্শ , এই সমস্ত কিছু নিয়ে রেডিও কলকাতার কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান ’ চাষবাস ’। ২০২১ সালের ২ নভেম্বর বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইন্টারনেট রেডিও - রেডিও কলকাতার থ্র্যাে শুরু করে ।প্রতি জলাভাগ থেকে এই চাষবাস অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। বিষয়ে বৈচিত্র্য আর সহজ ভাবে বিশেষজ্ঞদের রেডিওতে বলার ক্ষমতা চাষবাস অনুষ্ঠানটিকে ক্ষমপ্রিয় করে তুলেছে।অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে এটা আশকে গর্বিত করেছে।শেষে কিছু ভালো অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা হয়েছে আনার , মানুষের কাজে লেগেছে এমন অনুষ্ঠান করতে পেলে ভালো লেগেছে। যেমন সুন্দরবনের প্রগতিশীল কৃষক বন্ধুদের চাষবাস ও জীবনযাত্রার কথা বলা হয়েছে তেমনি সাম্প্রতিক অতীতে চাষবাস অনুষ্ঠানটি কর কৃষি তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ছাগল পালন সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকা ও কৃষক বন্ধুদের সাক্ষাৎকার ফসলের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং কৃষি কাজের এর গুরুত্ব প্রাকৃতিক কৃষি সুন্দরবনের কৃষক বন্ধু ও মৎস্যজীবীদের জীবন ও জীবিকা ,শুন্দবনে প্রগতিশীল কৃষক বন্ধুদের সাক্ষাৎকার। বর্ষাকালীন কৃষিকাজ ও আবহাওয়া সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মধু ও কাকড়া সংগ্রহ কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও জীবন লাভজনকভাবে মনোমগ্ন মুরগি পালন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চাষবাস সুন্দরবনের কানিংগ র্কের তালদি অঞ্চলের সর্নির্ভর মহিলা সোমা মন্ডল যিনি চাটকি পালন করছেন তার কথা আমরা শুনবো গ্রামীণ কৃষি শিক্ষা ও কৃষক বন্ধুদের সাক্ষাৎকার)উৎপনের মনশ্তম্ভে মেহেজ চাষ ও বাজার সুন্দরবনের প্রগতিশীল কৃষক বন্ধুদের কথা।আলু চাষের সতর্কতা সুসংহত কৃষি ব্যবস্থা পুকুরিয়াতে আদিবাসী উন্নয়ন ও ছাগল পালন প্রকল্প সঠিক খামার পরিচর্যা ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মাছ চাষ কৃষিতে আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী আধুনিক বোরো চাষের চাষ বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২৬ ফুলাচাষ ও স্বনির্ভরতা নিয়ে আলোচনা নারকেল চাষের প্রধান সমস্যা ও সমাধান মাটির স্বাস্থ্য মাঠ থেকে রান্নাঘরএই নিয়ে অনুষ্ঠিত হতো মেলা ও প্রদর্শনী। জাতীয় মৎস্য পালক দিবস এর সময়ে চাষাবাসে সাধনানতা সুন্দরবনের মানুষ ও বায়ের সংঘাত এবং জীবন জীবিকা । দুধ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ । আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন কৃষি কাজে ও তার প্রভাব ।খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে মাছের উপাদন বৃদ্ধি ।মুরগির শীতকালীন রোগসমূহ ও তার প্রতিকার। তেলোপিয়া মাছের চাষ ও এর উপকারিতা পুষ্টি বাগানের গুরুত্ব ও তৈরির পদ্ বজোনিব পদ্ধতিতে প্রাণী পালনে রেডিওর ভূমিকা তাপ ও প্রবাহের

হাত থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশু ও মুরগির বিশেষ যত্ন স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে রঙিন পাখি পালন পশু পাখির রোগব্যাধি সনাক্তকরণ ও তার প্রাথমিক চিকিৎসাপাবাদা মাছের চাষ বিজ্ঞান ভিত্তিক পান চাষ গ্রামীন কৃষকদের মধ্যে বিষধর সাপ নিয়ে সচেতনতা গো যক্ষা ঃ না চিনলে বিপদ মাছের জালের প্রকার উপযোগিতা ও গুরুত্ব স্বনির্ভরতা ও সখ্যতায় খরগোশ পালন আমন ধানে রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ । সুন্দরবনের মানুষের জীবন ও জীবিকা এবং অসরকারী সংগঠনের ভূমিকা। স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে মশকরম চাষ। সার ও কীটনাশক প্রয়োগে কৃষি ড্রোনের ব্যবহার। পরিবেশ বান্ধব



প্রাণিসম্পদ স্বনির্ভরতা। প্রাণী পালন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে অ্যামিটিক ফ্রোবিগল রেজিস্ট্রাল এর প্রভাব লাভজনক মসলার চাষ হিসাবে নারকেল বাগানে গোলমরিচ চাষের সম্ভাবনা সুস্থিত ফলী পালনের লক্ষ্যে প্রাণী পুষ্টিতে ফল ও সবজির বিভিন্ন বর্জ্য অংশের উপকারী ভূমিকা সমন্যোপযোগী লাভজনক প্রাণী পালনের সুযোগ ও সম্ভাবনা ’’খাদ্য নিরাপত্তায় প্রাণিজ পণ্যের ভূমিকা ’’গবাদি পশুর পরজীবী ঘটিত রোগ ও প্রতিকার। ডিম্বমূষী ফুলের চাষ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গোলাপ ফুলের চাষ। আমের ও লিচুর মুকুল পরবর্তী পরিচর্যা জীবন জীবিকা ও পরিবেশ রক্ষায় সাক্ষাৎকার)পশ্চিমবঙ্গের মনশ্তম্ভে মেহেজ চাষ ও বাজার সুন্দরবনের প্রগতিশীল কৃষক বন্ধুদের কথা।আলু চাষের সতর্কতা সুসংহত কৃষি ব্যবস্থা পুকুরিয়াতে আদিবাসী উন্নয়ন ও ছাগল পালন প্রকল্প সঠিক খামার পরিচর্যা ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মাছ চাষ কৃষিতে আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী আধুনিক বোরো চাষের চাষ বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২৬ ফুলাচাষ ও স্বনির্ভরতা নিয়ে আলোচনা নারকেল চাষের প্রধান সমস্যা ও সমাধান মাটির স্বাস্থ্য মাঠ থেকে রান্নাঘরএই নিয়ে অনুষ্ঠিত হতো মেলা ও প্রদর্শনী। জাতীয় মৎস্য পালক দিবস এর সময়ে চাষাবাসে সাধনানতা সুন্দরবনের মানুষ ও বায়ের সংঘাত এবং জীবন জীবিকা । দুধ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ । আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন কৃষি কাজে ও তার প্রভাব ।খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে মাছের উপাদন বৃদ্ধি ।মুরগির শীতকালীন রোগসমূহ ও তার প্রতিকার। তেলোপিয়া মাছের চাষ ও এর উপকারিতা পুষ্টি বাগানের গুরুত্ব ও তৈরির পদ্ বজোনিব পদ্ধতিতে প্রাণী পালনে রেডিওর ভূমিকা তাপ ও প্রবাহের

কৃষি মৌসুম সেবা প্রকল্প, ইন্ডিয়ান মিটিওরলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ,গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া) ড. সর্বস্বরূপ ঘোষ , বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ প্রাণী পালন শস্যশ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ,সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। রাজর্ষি ব্যানার্জি , সহ কৃষি অধিকর্তা ,সালামপুর ব্লক, জেলা পশ্চিম বর্ধমান ,সুন্দরবনের ক্যানিং ব্লকের তালদি অঞ্চলের স্বনির্ভর মহিলা সোমা মন্ডল যিনি টার্কি পালন করছেন তার কথা আমরা শুনবো ড. শংকর আচার্য , বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ড. অমিত বরণ সারেকী (বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মসলা আবাদি ঔষধি ও সুগন্ধি ফসল বিভাগের অধ্যাপক

মন্ত্রণালয় , ভারত সরকার। ড. অরুণাশিষ গোস্বামী , অধ্যাপক ,পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়।ড. রানা প্রতাপ চট্টরায় , নির্দেশক ও ফ্যাকাল্টি , কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরেন্দ্রপুর কবিরা , অবসরপ্রাপ্ত উপাদন রসায়নবিদ তথা ভারপ্রাপ্ত মুখ্য রসায়নবিদ, সরকারি এমিটিং কারখানা, মংপু, দার্জিলিং ,পশ্চিমবঙ্গ তাপস পাল , সাংবাদিক, ফুষ্কি পত্রিকার সম্পাদক। সৈকত রায় (বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার)অর্ণব মিত্র (বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার)ড. কাজল সেনগুপ্ত , প্রাক্তন ডিন ,কৃষি অনুদদ এবং প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, শষ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদিয়া।ড. শুভ্রত রায় চৌধুরী দ্য সাইন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলি সচিব এবং প্রাক্তন উপাচার্য।ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় , প্রধান শিক্ষিকা , মাতঙ্গিনী মাতঙ্গিনী হাজার বালিকা বিদ্যালয়। ড. বিপ্লব পাল , বলিষ্ঠ অধ্যাপক , কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম , নরেন্দ্রপুর । ড. শঙ্খ কোলে (সহকারী অধ্যাপক, এবং বিভাগীয় প্রধান, কৃষি প্রকৌশল বিভাগ,কৃষি ও সহযোগী বিজ্ঞান স্কুল নেওগীয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ড. নীলগেইট জ্যোতি মৈত্র (উপ-অধিকর্তা , পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়) ড. চৈতালী চক্রবর্তী (সহযোগী অধ্যাপিকা ,দুধ রসায়ন বিভাগ ,দুধ প্রযুক্তি অনুদদ, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়। ড. ইন্দ্রনীল সামন্ত (অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ভেটেরিনারি মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা)ড. মধুমিতা দোবে (প্রেসিডেণ্ট, ফাউন্ডেশন ফর একশন এন্ড ইমোভেশন ট্যুরাইং হেলথ প্রমোশন)মিতালী পালথি (পুষ্টিবিদ)ড. সুইটি সুমন ঝা (রিসার্চ সায়েন্টিস্ট ,এফ .এ .আই .টি. এইচ) ড. সৈকত কুমার বসু(এঞ্জিকিউটিভ রিসার্চ বিস্ট্রবুট প্রি .এফ .এস লেথব্রিজ, অ্যালবাটী ,কানাডা সুজয় উদ্ভার্য , সহকারী শিক্ষক , উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ কামরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়। চন্দ্রানী চক্রবর্তী ব্যানার্জি (সহকারী শিক্ষিকা, কামরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়) জয়ন্ত দাস , উপদেষ্টা ,গ্রীন কনজিউয়ার ড্রাব , বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ। করমচা ফল চাষের সম্ভাবনা ও চাষ পদ্ধতি ড. বিকাশ ঘোষ (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ফল বিজ্ঞান বিভাগ , বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ,মোহনপুর, নদিয়া,ড. শিবানী চৌধুরী , প্রযুক্তি আধিকারিক, গ্রামীণ কৃষি মৌসুম সেবা প্রকল্প, ইন্ডিয়ান লজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডিয়া।ড. স্বরূপ কুমার চৌধুরী (ডিসি স্টেট কনসালটেন্ট, স্টেট এগ্রিকালচারাল

ম্যানেজমেন্ট এক্সটেনশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট)পশ্চিমবঙ্গ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর)পুথিবীর যে প্রান্তে ইন্টারনেট থাকবে সেখানেই পৌঁছে যাবে রেডিও কলকাতা। রেডিও কলকাতা ডট ওয়ার্ল্ডি ডট ক্লিক করলেই প্রতি বুধবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাতটায় এই অনুষ্ঠান আরো মানুষের কাছে লাগুক। কৃষির উপর আরো সচেতনতা গড়ে উঠুক এই আশা রেখে আজকের লেখা শেষ করছি।

রেডিও স্ক্রীপ্ট রাইটিং

চন্দ্রানী চক্রবর্তী ব্যানার্জী ঃ রেডিও তে কোন বিষয় সঞ্চালনার ক্ষেত্রে স্ক্রীপ্ট একটা গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা নেয়। রেডিও স্ক্রীপ্ট লেখার ক্ষেত্রে প্রথমেই নজর রাখতে হবে স্ক্রীপ্ট এর ভাষা যেন সহজ সরল হয়। ভাষা বেশি জটিল হলে সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না।রেডিও যেহেতু একটি অডিও মিডিয়া তাই রেডিও টক এর স্ক্রীপ্ট হবে ছবির মতামনে বক্তা বিষয় টা বলছেন হাজার মাইল দূরে থাকা শ্রোতার মন যেন সেটা ছুঁয়ে যায়। যেহেতু বক্তার মুখ শ্রোতা দেখতে পাচ্ছেন না তার কথা শুলেই শ্রোতার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম, তাই স্ক্রীপ্ট এর বাক্য গুলি হবে আকর্ষণীয়, সহজ সরল। স্ক্রীপ্ট রচনার শুরুতে স্ক্রীপ্ট রাইটার তার বিষয়ের সাথে শাযুজ্ঞ রেখে কোন মজার ঘটনা, গান, কবিতা, সিনেমা বা নাটকের কোন জনপ্রিয় অংশের অবতারণা করতে পারেন।এতে শ্রোতা বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তারপর তিনি বিষয়ের ব্যাখ্যা যাবেন।এই অংশে তিনি তার বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য গুলি দেবেন। তবে অবশ্যই খোয়াল রাখবেন তথ্যভাবে যেন বিষয়টি তার মাধূর্য না হারায়। রেডিও যেহেতু গণমাধ্যম তাই সমস্ত ধরনের শ্রোতার কথা মাথায় রেখেই স্ক্রীপ্ট রাইটার তার বিষয়টি সাজবেন।রাচনার শেষে স্ক্রীপ্ট রাইটার মানুষের কাছে একটি বার্তা দিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন।তার লেখাটি যেহেতু গ্রাম ও শহরের হাজার হাজার মানুষ শুনছেন তাই লেখার তথ্য গুলি যেন সঠিক হয় সে বিষয়ে তাকে সজাগ থাকতে হবে। সর্বোপরি স্ক্রীপ্ট রাইটার নিজেই যদি রিডার হন তাহলে তাকে পাঠের প্রতি যত্নবান হতে হবে। সুন্দর উচ্চারণ এবং সুকঠ বৈচিত্র্য শ্রোতাকে সবসময় আকৃষ্ট করবে। তাই নিয়মিত তাকে কিছু ভালো অনুষ্ঠান শুনতে হবে। কঠ স্বরের যত্ন নিতে হবে। বাংলা, ইংরেজি উচ্চারণ বিধি সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। পাঠ করার সময় কঠ স্বরে modulation আনতে হবে। অতি দ্রুত পাঠ করলে শ্রোতার পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয়। যদি গল্পের অর্ধেকতে সুন্দর করে পাঠ করা যায় তাহলে বিষয়টি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে দৃষ্টিহীন মানুষেরা রেডিও প্রোগ্রাম বেশি শোনে।নতাই স্ক্রীপ্ট টা যদি সহজ সরল বাক্য সুন্দর ভাবে পরিবেশিত হয় তাহলে তাদের মনে বিষয়টির একটি ছবি অঙ্কিত হবে।তার শিশুদের নিয়ে কোন অনুষ্ঠান করলে সেই স্ক্রীপ্ট কবিতা, গান, গল্প, হাস্য কৌতুক, নাটক, কুইজ এর সম্ভারে সাজলে তা শিশুদের কাছে ভারী আকর্ষণীয় হয়।আমি নিজে রেডিও কোলকাতায় ছোটদের অনুষ্ঠান রামধনু সঞ্চালনা করতে গিয়ে দেখেছি ছোটরা পারফর্ম করা পর তার উপস্থাপনা সম্পর্কে দুচার কথা যদি সুন্দর করে বলা হয়, কিছুটা তার প্রশংসা করা হয় তার বেশ ভালো লাগে। রামধনু অনুষ্ঠানে তিন চার বছরের শিশুরাও পারফর্ম করো।তাদের মায়েরা বলেছেন এমনি হয়তো বাচ্চাটি কবিতা বলতে বা গান গাইতে চায় না।কিন্তু রেডিও তে নিজের কণ্ঠস্বর এবং প্রশংসা শোনার পর সে দ্বিতীয়বার পারফর্ম করতে আগ্রহী হয়।এবং বার বার সে অনুষ্ঠান শুনতে চায়।এবার আসি রেডিও নাটকের স্ক্রীপ্ট এর কথা। নাটকের সংলাপ হবে সহজ, সরল, প্রাণবন্ত।যা মানুষকে আকৃষ্ট করবে। গান নাটকের প্রাণ। বিশেষত শ্রুতি নাটকের নাটকে বা কোন দৃশ্যটি পরিবর্তন এর সময় গানের ব্যবহার করা যেতে পারে। স্ক্রীপ্ট রাইটার নিজে কবিতা লিখতে পারেন।কিন্মা বিষয় ভিত্তিক কবিতা সংগ্রহ করে সংযোজন করতে পারেন।এক্ষেত্রেমি দূর করার জন্য কোন মজার ঘটনা বা কৌতুকময় সংলাপের ব্যবহার করা যেতে পারে। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনকে নাটকের মাধ্যমে দেখতে ভালোবাসে। তাই দৈনন্দিন জীবনের কিছু ঘটনা যেমন গাছের নাটকটি, বেড়াতে যাওয়া, খাওয়াদাওয়া এই সব বিষয় ও প্রয়োজনে রেডিও পরিচর্যা স্ক্রীপ্ট রচনায় আনা যেতে পারে। আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে রেডিও নাটকের কুশীলবদের যেহেতু দেখা যাচ্ছে না তাই কোনটা পুরুষ কঠ কোনটা নারী কঠ উল্লেখ করে দিতে হবে। আর তাদের বয়স গুলো লিখে দিতে হবে সেই অনুযায়ী অভিনেতা, অভিনেত্রী নির্বাচিত হবে। যদি কোন অভিনেতা তার বজগন্তীর কঠ স্বর কিম্বা কোন অভিনেত্রীর সুসুলিত কঠ স্বর এর প্রয়োজন হয় সেগুলো ও উল্লেখ করে দিতে হবে। আর স্থান এর পার্থক্য বোঝাবার জন্য বিভিন্ন মিউজিক এর প্রয়োজন হয়।যেমন ট্রেনের পরিবেশ, সমুদ্র বা নদীর ধারের পরিবেশ, সলল, সন্ধ্যা বা গভীর রাত্রির পরিবেশ বোঝানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন আবহ এর ব্যবহার প্রয়োজন। যেমন ভোর বেলার পরিবেশ সূটির জন্য পাখির ডাক, গভীর রাত বোঝাতে ঝিঝির ডাক। ট্রেনের পরিবেশ বোঝাতে হকার আর মানুষ জনের কলতান। ঝড় এর রাতি বোঝাতে তুমুল বড়ের শব্দ।এইরকম ধরনের মিউজিক ব্যবহার করা যেতে পারো।সব শেষে বলি রেডিও টক, সঞ্চালনা বা নাটকের স্ক্রীপ্ট লেখার সময় স্ক্রীপ্ট রাইটার সবসময় সহজ সরল প্রাণবন্ত ভাষায় বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। শুধুলে বিষয়টি শ্রোতার কাছে আর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

সংবিধান হত্যা দিবসে দিল্লিতে ’লং লিভ ডেমোক্রেসি যাত্রা’র সূচনা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন ০ দেশে জরুরি অবস্থা আরোপের ৫০ বছর পূর্তিতে বুধবার দিল্লির ভাগ্যরাজ স্টেডিয়ামে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ পালিত হবে। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ’লং লিভ ডেমোক্রেসি যাত্রা’র সূচনা করবেন। কেন্দ্রীয় সংস্খতি মন্ত্রক এবং দিল্লি সরকার যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। সংস্কৃতি মন্ত্রক এই তথ্য জানিয়েছে। সাংবিধানিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং জরুরি অবস্থা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই লং লিভ ডেমোক্রেসি যাত্রা সারা দেশে সফর করবে। অমিত শাহ এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, দিল্লির উপরাজপাল বিম্ব্য কুমার সাকেনা এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। স্টেটিভোমে ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। উল্লেখ্য, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মধ্যরাত্রে আকাশবাণীতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। তা চলে ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত। জরুরি অবস্থা ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী ইতিহাসের অন্যতম কালো অধ্যায়। এই সময়কালে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্বগিত করা হয়েছিল। সহবাদপত্রের কঠরোধ করা হয়েছিল। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার অনুষ্ঠানিকভাবে ২৫ জুনকে সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

মেট্রো কর্মীরা একজন অসুস্থ মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করল

কলকাতা,২৫ জুন ০ ২৬.০৬.২০২৫ তারিখে প্রায় ৬,০৫ টায়, কর্তব্যরত আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা চার্লনী কল স্টেশনে প্রায় ৬৫ বছর বয়সী একজন অসুস্থ মহিলা যাত্রীকে দেখতে পান। তার অবস্থা দেখে তারা তার সাহায্যে ছুটে যান। পরিস্থিতিতে গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।এরই মধ্যে, স্টেশন কর্মীরা তার দেহাা মোবাইল নম্বরে তার পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়।কিছুক্ষণ পর, তার আত্মীয় স্টেশনে আসেন। তার আত্মীয়কে নিয়ে মহিলা যাত্রী স্টেশন ছেড়ে চলে যান। তিনি এবং তার আত্মীয় মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের সদয় সহযোগিতা এবং সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানান।

যমুনোত্রীতে ধস, মৃত দুই এবং নিখোঁজ এক

দেবাদুন, ২৫ জুন ০ চারধাম যাত্রায় বিপর্যয়। ভারী বৃষ্টিতে যমুনোত্রী ও বদ্রীনাথের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। সোমবার ভূমিকম্পে দুই তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে এবং একজন নিখোঁজ হয়েছেন। অটিকে পড়েছেন বহু মানুষ। এই পরিস্থিতিতে চারধাম যাত্রা বাহ্যত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাজ্য বিপর্যয়.মোকাবিলা বাহিনী, জাতীয় বিপর্যয়.মোকাবিলা বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিশ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধার কাজ। মঙ্গলবার ফের সঞ্চাল সাড়ে ৬টা থেকে আবারও অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। জানা গেছে, সোমবার বিকশেে যমুনোত্রী মন্দিরের প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে নৌ কাঁচি এলাকায় বড়সড় ধস নামে। পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর এবং বোম্বার গড়িয়ে এসে পড়ে তীর্থযাত্রীদের যাওয়ার রাস্তায়।

বর্ষাকালে ট্রেনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার প্রস্তুতি সম্পন্ন

উত্তর-পূর্ব রেলের

গোরখপুর, ২৫ জুন ০ রেল যাত্রীদের মসৃণ, নিরাপদ ও নিরাপদ যাত্রার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, বর্ষাকালে ট্রেনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এর আওতায়, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ সেতুতে জলস্তর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়েছে। বর্ষাকালে নদীর জলস্তর পর্যবেক্ষণের জন্য, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের নদীদ্বার-বারাণসী অংশে গোমতী নদীর উপর নির্মিত সেতু নম্বর-১৩৭, বারাণসী-প্রয়াগরাজ অংশে গঙ্গা নদীর উপর নির্মিত সেতু নম্বর-১১১, সালেমপুর-ইম্পারা অংশে ঘাঘরা নদীর উপর নির্মিত সেতু নম্বর-৩১, ছাপরা-ফেফনা অংশে ঘাঘরা নদীর উপর নির্মিত সেতু নম্বর-১৬, নরকটিয়াগঞ্জ-কাণ্ডানগঞ্জ অংশে গওন্দ নদীর উপর নির্মিত সেতু নম্বর-৫০, সিওয়ান-ভাটনি অংশে ছোটি গওন্দ নদীর উপর নির্মিত সেতু নম্বর-১১৯, ইজ্ঞতনগর-কাসগঞ্জ অংশে কাচলা (গঙ্গা) নদীর উপর নির্মিত সেতু নম্বর-৪০৯, লালকুয়া-কাশিপুর অংশে কোসি নদীর উপর নির্মিত সেতু নম্বর-১০৪, পিলিউট-বিশালপুর অংশে দেবা নদীর উপর নির্মিত সেতু নম্বর-২৭০, কাসগঞ্জ-মথুরা অংশে যমুনা নদীর উপর নির্মিত সেতু নম্বর-৫৫৪, জলন্তর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। বারহি-গোভা সেকশনে রান্তি নদীর উপর সেতু নম্বর-১৫১, মানকাপুর-অমোঘা সেকশনে সরঘু নদীর উপর সেতু নম্বর-১৮, গোরক্ষপুর-মানকাপুর সেকশনে কাকরা নদীর উপর সেতু নম্বর-১৮২ এবং রান্তি নদীর উপর সেতু নম্বর-১৮৪, গোরক্ষপুর-আনন্দনগর সেকশনে রোহিন নদীর উপর সেতু নম্বর-০৪, নানপাড়া-দুদোয়া সেকশনে বাবাই নদীর উপর সেতু নম্বর-৫৫ এবং দুদোয়া-মেলানী সেকশনে শারাদা নদীর উপর সেতু নম্বর-৯৭ এবং গোভা-বুধগঞ্জ সেকশনে সেতু নম্বর-৬৩১-এ কার্যকর। জলসে স্তর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সেঙ্গর দিয়ে সজ্জিত, যার মধ্যে একটি চিপ ইনস্টল করা আছে যা ট্রাক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত। এই ব্যবস্থায়, রেলওয়ে সেতু সম্পর্কিত সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, কর্ম পরিদর্শক এবং রেলওয়ে ট্রাক পরিদর্শক ইত্যাদির মোবাইল নম্বর সরবরাহ করা হয়। সেতুগুলিতে শ্রোতার কাছে আর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রীর বই প্রকাশ করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন ০ জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বই প্রকাশ পাচ্ছে। বুধবার সেই বইয়ের উদ্বোধন করবেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বইয়ের নাম ‘এবারকেলি ডায়েরি’। বইটির ভূমিকা লিখেছেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়া।

Name Change
I, SAMIR KUMAR MAJI (Old Name) S/O ANIL MAJI Residing at VILL - Parubaid, P.O - Durlavpur, P.S - Gangajalghati, District - Bankura, Pin - 722133 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SAMIR MAJI (New Name) as declared before the Notary public govt of West Bengal at Bankura court vide affidavit no 274/24 Vol No 1 dated 22-11-2024. SAMIR KUMAR MAJI (Old Name) and SAMIR MAJI (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, ANIL CHANDRA MAJI (Old Name) S/O GOPAL MAJI Residing at VILL - Parubaid, P.O - Durlavpur, P.S - Gangajalghati, District - Bankura, Pin - 722133 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ANIL MAJI (New Name) as declared before the Notary public govt of West Bengal at Bankura Sadar Affidavit Register No-3 Si-no 215 dated 22-01-2025. ANIL CHANDRA MAJI (Old Name) and ANIL MAJI (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I,ABUBORKOT (Old Name) S/O HAJI ABUL HOSSAIN Residing at VILL - Paltadanga, P.O - Sondalia, P.S - Shasan, District - North 24 Parganas, Pin - 743423 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MD ABU BARKAT HOSSAIN (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat vide affidavit no 4633 dated 22-05-2024. ABUBORKOT (Old Name) and MD ABU BARKAT HOS-SAIN (New Name) both are same and identical person.

ফুটবলার চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে নয়া সিদ্ধান্ত চেন্নাইয়িন এফসির

চেন্নাই, ২৫ জুনঃ শেষ কয়েক সপ্তাহ ধরেই নতুন সিজনের জন্য দল গোছাতে শুরু করে দিয়েছে প্রতিটি দল। বিশেষ করে ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছে আইএসএলের পাশাপাশি আইলিগের ক্লাব গুলি। দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি একাধিক হাইপ্রোফাইল বিদেশি ফুটবলারদের দিকে নজর ছিল সকলের। নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলোয়াড়দের চূড়ান্ত করতে মরিয়া অধিকাংশ দল। যার মধ্যে বারংবার উঠে আসতে শুরু করেছিল চেন্নাইয়িন এফসির নাম। তবে শুধুমাত্র নয়া ফুটবলার চূড়ান্ত করাই নয় দলের বেশকিছু ফুটবলারদের বদল করার ও পরিকল্পনা ছিল এই দলের। আসলে বিগত কয়েক সিজন ধরে একেবারেই ছুদে নেই দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। দাপুটে পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। হতাশাজনক পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে অনায়াসেই ছিটকে যেতে হয়েছিল



টুর্নামেন্ট থেকে। আইএসএল জয়ী কোচ ওয়েন কোয়েলের হাত ধরে পুনরায় সাফল্যের সরণিতে ফেরার পরিকল্পনা থাকলেও খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। লিগ টেবিলের তালানিতে থেকেই শেষ হয়েছিল আইএসএল টুর্নামেন্ট। যা ভালোভাবে নেয়নি ম্যানেজমেন্ট। পরবর্তী সময় সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট তথা কলিকাতা সুপার কাপে সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই। তারফলে খালি হতেই শেষ হয়েছিল মরসুম। শেষ সমস্ত ভুলে নয়া মরসুমের জন্য নিজেদের ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছিল প্রত্যেকটি ক্লাব। কিন্তু সময় কোন সাথে সাথেই বদলাতে থাকে গোটা পরিস্থিতি। অন্যান্য বছরগুলিতে দেশের প্রত্যেকটি ফুটবল টুর্নামেন্টের সময়সূচী ধার্য হয়ে গেলেও এবার তা এখনও সম্ভব হয়নি। এমনকি এবারের এই ফুটবল সিজনে আদৌ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ আয়োজিত হবে কিনা সেটাও স্পষ্ট নয়। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় রয়েছেন প্রত্যেকটি দলের লগ্নিকারী সংস্থা গুলি। বিশেষ সূত্র জানা গিয়েছে, এই অস্পষ্ট পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেই বর্তমানে দল গঠনের কাজ স্থগিত করেছে দক্ষিণের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব চেন্নাইয়িন এফসি। শোনা যাচ্ছে, এই গোটা বিষয়টি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত হয়তো আগামী দিনে দল গঠনের কাজে সক্রিয়তা দেখাবে না আইএসএল জয়ী এই ক্লাব

‘রাই ধৈর্যং রহু ধৈর্যং’ পরাজয়ের পরেও শুভমানকে নিয়ে ধৈর্য ধরার বার্তা গম্ভীরের

লিডস, ২৫ জুনঃ রাই ধৈর্যং রহু ধৈর্যং। ধৈর্য ধরো অপেক্ষা করো। অধিনায়ক হিসেবে অভিনেতা টেস্টেই পরাজয়ের সাক্ষী হইলেন শুভমান গিল। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির জোড়া অবসরের পর সবার নজর ছিল নবাগত দলনেতার দিকে। সেই অগ্নিপরীক্ষায় সাফল্য আসিনি। সবচেয়ে বড় কথা, জয়ের নাগালে এসেও একাধিক ব্যর্থতা ও সিদ্ধান্তহীনতায় ম্যাচ হাতছাড়া হয়েছে। যার সমস্তটা শুভমানের একার সেষ না হলেও, অধিনায়ক হিসেবে তিনি কাটগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। দল নির্বাচন থেকে শুরু করে বোলার পরিবর্তন-গিলের অপরাগতা ও অনভিজ্ঞতার জেরেই কি ভারত প্রথম টেস্ট হারল? – উঠছে প্রশ্ন। যদিও তাতে খুব একটা আমল দিতে রাজি নন কোচ গৌতম গম্ভীর। তার দাবি, নতুন অধিনায়ককে আরও সময় দেওয়া হোক। প্রথম টেস্টে ব্যর্থতাকে বাড়িয়ে-চাড়িয়ে দেখা বন্ধ হোক। সুদিন আসবে। সেই ক্ষমতা শুভমানের রয়েছে। ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে গম্ভীর বলেন, “দেখুন প্রথম টেস্ট ম্যাচে একটা অস্থিরতা থাকবেই। কিন্তু শুভমান নিজেও যেমনটা একাধিকবার বলেছে, টেস্টে জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়া ওর কাছে সম্মানের।

এই সুযোগ সবার আসে না। আর সত্যি বলতে শুভমান অবিশ্বাস্য পারফর্ম করেছে।” শুধু দল পরিচালনাই নয়, ব্যাট হাতেও যে



একইভাবে সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সে কথা মনে করিয়ে গম্ভীরের বক্তব্য, “সমস্ত চাপ দূরে সরিয়ে প্রথম ইনিংসে যেভাবে ব্যাট করেছে শুভমান, হাকিয়েছে শতরান, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। তাই সফল অধিনায়ক হওয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, আমাদের উচিত ওকে সেই সবকিছু

ওর হাতে তুলে দেওয়া। এটা সবে শুরু। আর অধিনায়ক হিসেবে শুভমানের প্রথম টেস্ট। আমি জানি ও আরও উন্নতি করবে।” ইংল্যান্ড

যে দলনেতা শুভমানের কটন ঠাই, সে কথা মেনে নিয়েছেন গম্ভীর। সমালোচকদের সমালোচনা ‘কাউকে হট করে গভীর সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার সামিল’ হলেও পাক্সা পেশাদারের মতো সমস্ত বাধা ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবেন শুভমান। এমনটাই মনে করছেন টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ। প্রসঙ্গত,

প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে শুভমান গিল রান পাননি। ১৬ বলে ৮ রানে আউট হন। রুখে দাঁড়ান কেএল রাহুল ও

খমড পন্থা। প্রথম ইনিংসের অ্যাডভান্টেজের সুবাদে মোট ৩৭১ রানের টার্গেট দাঁড় করায় ভারত। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ঝলসে ওঠে বেন ডাকেট (১৪৯)। যোগ্য সম্মত দেন জো রুট (৫৩)। যার সুবাদে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাতা করে জিয় ছিনিয়ে নিয়েছে ইংল্যান্ড।

মরক্কোর এই ডিফেন্ডারকে নিশ্চিত করল বেঙ্গালুরু এফসি

বেঙ্গালুরু, ২৫ জুনঃ শেষ মরসুমে দাপুটে পারফরম্যান্স ছিল বেঙ্গালুরু এফসির। সেই সুবাদে খেতাব জয়ের সুযোগ ও এসে গিয়েছিল তাদের কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হাতছাড়া হয়। সিজনের প্রথম বৃহৎ টুর্নামেন্ট তথা ডুরান্ড কাপের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে ধরাশায়ী হওয়ার পর দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ঘুরে দাঁড়াতে বন্ধপরিকর ছিল কর্নটিকের এই ফুটবল ক্লাব। সেইমতো টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে তারা পরাজিত করেছিল কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইয়ানি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলকে। যা নিঃসন্দেহে আশ্চর্যবিশ্বাস বাড়িয়েছিল সকলের। পরবর্তীতে সময় যত এগিয়েছে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে শুরু করেছিল সুনীল ত্রিগেডা। যারফলে খুব সহজেই তারা স্থান করে নিয়েছিল সুপার সিঙ্গে। পরবর্তীতে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে ও ছিল জেরার্ড জারাগোজার ছেলেদের দাপট। মানোলো মার্কুয়েজের শক্তিশালী এফসি গোয়ার বিপক্ষে আসে জয়। দ্বিতীয় লেগে গোয়া দলের দাপট থাকলেও শেষ পর্যন্ত সুনীল ছেত্রীর গোলা বদলে গিয়েছিল সমস্ত কিছু। যারফলে নতুন করে ট্রফি জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল সর্ধকরা। তবে সেই ম্যাজিক কাজ করেনি ফাইনালো। ট্রফি জয়ের এই ম্যাচে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিপক্ষে



একটা সময় এই ম্যাচে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেছিল বাগান শিবির। সেই হতাশা কাটিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য কর্নটিকের এই ফুটবল ক্লাবের। তাই অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি একাধিক বিদেশি ফুটবলারদের রিলিজ করে দিয়েছিল বেঙ্গালুরু এফসি। পুরনো দলের মধ্যে মাত্র দুই বিদেশিকে রেখে বাকিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল করার পরিকল্পনা ছিল আইএসএলের এই ফুটবল দলের। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। আসলে নিজেদের ভুল ক্রটি শুধরে নতুন করে দল গোছাতে তৎপর ছিল জেরার্ড জারাগোজা। এই স্প্যানিশ কোচের পছন্দ অনুযায়ী বেশ কিছু

ফুটবলারদের দিকে নজর ছিল ভারতের এই দলের। সেক্ষেত্রে বারংবার উঠে আসতে শুরু করেছিল মরোক্কান ফুটবলারদের নাম। তাই হল শেষ পর্যন্ত। বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, মরোক্কোর তারকা ডিফেন্ডার সাল্লাহেদ্দীন বাহিকে এবার চূড়ান্ত করে ফেলেছে জিদ্দালের বেঙ্গালুরু দল। পূর্বে সেই দেশের ফুটবল ক্লাব হাসানিয়া ইউনিয়ন স্পোর্ট দি আগাদির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বছর তিরিশের এই ফুটবলার। শোনা যাচ্ছে সেখান থেকেই এবার তাঁকে নিশ্চিত করল আইএসএল জয়ী এই দল।

মুম্বই, ২৫ জুনঃ শেষ মরসুমে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে পারেনি মুম্বই সিটি এফসি। কলকাতা ময়দানের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল দল তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সঙ্গে ড্র করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু করেছিল এই শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব। পরবর্তী ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষ করে ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়ার পর দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। একের পর এক ম্যাচে পরাজিত হতে শুরু করেছিল মুম্বই সিটি। স্বাভাবিকভাবেই বাকিদের তুলনায় পয়েন্ট টেবিলে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল আইএসএল জয়ী এই দল। সেজন্য একটা সময় টুর্নামেন্টের সুপার সিঙ্গে স্থান করে নেওয়া নিয়ে ও দেখা দিয়েছিল ধোঁয়াশা। কিন্তু সহজে হার মানতে রাজি ছিল না দলের ফুটবলাররা। সেটা ব্যাপকভাবে বোঝা গিয়েছিল দ্বিতীয় লেগে। একের পর এক ম্যাচে

সহজেই জয় তুলে নিতে শুরু করেছিল বাণিজ্য নগরীর এই দল। তাই শেষ পর্যন্ত লিগের যষ্ঠ স্থান



নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় এই দল। কিন্তু সেই জয়ের যাত্রা বেশিদিন স্থায়ী ছিল না। বিশেষ করে জেরার্ড জারাগোজার বেঙ্গালুরু এফসির কাছে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। বিরাট বড় ব্যবধানে এই পরাজয় কিছুতেই ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি

দলের সমর্থকরা। তবুও সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করে সকলের মুখে হাসি ফোটানোর পাশাপাশি এশিয়ান মঞ্চ নিজেদের মেলে ধরার লক্ষ্য থাকলেও সেখানেও জোর ধাক্কা খেয়েছিল এই ফুটবল দল। সেই হতাশা কাটিয়ে নয়া মরসুমে নিজেদের হারানো ছদ্দ ফেরাতে বন্ধপরিকর রনবীর কাপুরের এই ফুটবল ক্লাব। এক্ষেত্রে বিশেষ করে নিজেদের দলের পুরনো ফুটবলারদের উপরে এবার ভরসা রাখতে চলেছে সিটি ম্যানেজমেন্ট। সেইমতো গত কয়েকদিন আগেই নিজেদের দলের বেশ কিছু পুরনো ফুটবলারদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছিল এই দাপুটে ক্লাব। শুধুমাত্র ফুটবলার নয়। দলের বর্তমান কিংবদন্তি কোচের উপরেই এবার সবচেয়ে বেশি ভরসা রাখছে দেশের বাণিজ্য নগরীর এই দল। হিসাব অনুযায়ী দেখলে মুম্বই সিটি এফসির সর্ধকরা কোচের চুক্তি ছিল পেট্রি ক্র্যাটিকির। তবে সেটি আরও বাড়তে চলেছে এবার। নয়া তথ্য অনুযায়ী আরও একটি সিজনের জন্য তাঁকে দলের সঙ্গে যুক্ত রাখছে মুম্বই সিটি।

শুভমনের নেতৃত্বে লিডসে ধাক্কা ভারতের, পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে প্রতিবেশী দেশ

লিডস, ২৫ জুনঃ লিডসে প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের কাছে পরাজয় ভারতের। এর প্রভাবে ২০২৫-২৭ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের পয়েন্ট টেবিলে বড় রদবদল এনে দিয়েছে। ইংল্যান্ডের ওপেনার বেন ডাকেটের বিধ্বংসী ১৪৯ রানের সৌজন্যে ৩৭১ রানের কটন লক্ষ্য তাতা করে জয় ছিনিয়ে নেয় রুট-স্টোকসরা। এই জয়ের ফলে ইংল্যান্ড নতুন চক্রের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান দখল করেছে। এক ম্যাচ খেলে তারা ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে, পয়েন্ট শতাংশ হার ১০০। অন্যদিকে, শুভমানের নেতৃত্বে পরাজয়ের পর টেবিলের চতুর্থ স্থানে নেমে গিয়েছে, ভারত। ফলত ক্রিকেট বিশ্বে ‘লাস্টবয়’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। নতুন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চক্রে এখন পর্যন্ত মাত্র চারটি দল ইংল্যান্ড, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ অত্থান শুরু করেছে। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান এখনও এই চক্রে প্রথম ম্যাচ খেলেনি। ফলে, অভিযান শুরু করা চার দলের মধ্যে ভারত বর্তমানে সবচেয়ে নিচে। এক ম্যাচ খেলে তারা কোনো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি, যা ভারতীয়

৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে, পয়েন্ট শতাংশ হার ৩৩.৩৩। পাপুম নিশঙ্কার ১৮৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস শ্রীলঙ্কাকে ম্যাচে টিকিয়ে রাখলেও, তারা জয় ছিনিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। তবুও, ভারতের উপরে থেকে তারা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। ডব্লিউটিসি পয়েন্ট বন্টন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। জয়ের জন্য ১২ পয়েন্ট, ড্রয়ের জন্য ৪ পয়েন্ট এবং টাইয়ের জন্য ৬ পয়েন্ট দেওয়া হয়। পয়েন্ট শতাংশ দিয়ে ব্যাঙ্কিং নির্ধারিত হয়, যা মোট প্রাপ্ত পয়েন্টকে সম্ভাব্য পয়েন্ট দিয়ে ভাগ করে হিসাব করা হয়। ওভার-রেটে পিছিয়ে থাকলে প্রতি ওভারে এক পয়েন্ট কাটা যায়, যা দলগুলোর জন্য অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ। লিডসে ভারতের হার দলের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সাবেক ইংলিশ স্পিনার মর্টি পানেসার পরামর্শ দিয়েছেন, বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্টে কুলদীপ যাদবকে দলে নেওয়া উচিত। এডভান্টের পিচে স্পিনাররা প্রভাব ফেলতে পারে এবং কুলদীপের ‘এজ-ফ্যাক্টর’ ভারতকে সিরিজে ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হতে পারে। তবে, শার্দুল ঠাকুরের অবলোম্বিত ক্ষমতা এবং রবীন্দ্র জাদেজার ধারাবাহিকতা বিবেচনায় দল নির্বাচন কর্তি



ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গলে সিরিজের প্রথম টেস্ট ড্র করে টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এক ম্যাচে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তাদের পয়েন্ট শতাংশ হার ৩৩.৩৩। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর ১৪৮ এবং মুশফিকুর রহিমের ১৬৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংসে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ৪৯৫ রানের বিশাল স্কোর গড়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে শান্তর অপরাজিত ১২৫ রান ম্যাচ ড্র করতে সাহায্য করে, যা বাংলাদেশকে মূল্যবান পয়েন্ট এনে দেয়। এই পারফরম্যান্স বাংলাদেশের সম্ভাবনার ঝলক দেখায়। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের বিপক্ষে গলে টেস্ট জিতে না পারলেও, টেবিলে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। তারাও এক ম্যাচ ড্র করে

পড়েছে। ভারতের জন্য লিডসের হার হতাশাজনক হলেও, পাঁচ ম্যাচে এই সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্থান প্রমাণ করে, সঠিক কৌশল ও ধারাবাহিকতা থাকলে হোট দলগুলোর ও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। ইংল্যান্ডের শীর্ষস্থান ধরে রাখতে হলে তাদের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স অব্যাহত রাখতে হবে। ডব্লিউটিসি ২০২৫-২৭ চক্র এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। নয়টি দলের এই প্রতিযোগিতায় প্রতিটি ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। ভারত কি বার্মিংহামে জয়ের মাধ্যমে টেবিলে উঠে আসবে? বাংলাদেশ কি তাদের শ্রেণের অভিযান অব্যাহত রাখবে? নাকি ইংল্যান্ড তাদের আধিপত্য বজায় রাখবে? ক্রিকেটপ্রেমীরা এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছেন।

‘হৃদয়ের ডাক শুনে’ ৭ কোটি বেতনে ৬ মাসের জন্য ভবিষ্যৎ ঠিক করলেন নেইমার

গত জানুয়ারিতে ‘ফুটবলের রাজা’ পেলের সঙ্গে নেইমারের একটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে সান্তোস ফুটবল ক্লাব ক্যাপশন দিয়েছিল, রাজপুত্র ফিরে এসেছে। এবার পেলের সঙ্গে নেইমারের আরেকটি ছবি পোস্ট করেছে সান্তোস, সেখানে লেখা হয়েছে, রাজপুত্র রয়ে যাচ্ছে।

সান্তোস, ২৫ জুনঃ সান্তোসের সঙ্গে গতকাল চুক্তি নবীকরন করেছেন নেইমার। এই চুক্তির মেয়াদ ছয় মাস, অর্থাৎ চলতি বছরের ডিসেম্বরে নতুন চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম গ্লোবো জানিয়েছে, ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত নেইমারের সঙ্গে চুক্তি নবীকরন করতে চেয়েছিল সান্তোসে। দুই পক্ষের প্রাথমিক আলোচনো এমন আভাস ছিল। শেষ পর্যন্ত আরও ছয় মাসের জন্য নেইমারকে পাওয়া নিশ্চিত করতে পেরেছে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটি। আগামী সেমবার নেইমারের আগের চুক্তির মেয়াদ শেষ হতো, যেটা তিনি করেছিলেন চলতি বছরের জানুয়ারিতে। সেই চুক্তির মেয়াদও ছিল ছয় মাস। সান্তোস তাঁকে দীর্ঘ সময়ের জন্য চাইলেও আগামী জানুয়ারির দলবদলের মরসুমে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথটা খোলা রাখতে চান ৩৩ বছর বয়সী এই ফরেয়ার্ড। সে কারণে দীর্ঘ সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হননি বলে জানিয়েছে গ্লোবো। চুক্তি নবীকরনের পর সান্তোসের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবৃতিতে নেইমার বলেছেন, “আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং হৃদয়ের ডাক শুনেছি। সান্তোসে শুধু একটা দল নয়, আমার ঘর, আমার শিকড়, আমার ইতিহাস, আমার জীবন। এখানে আমি পরিণত হয়ে উঠেছি এবং এখানে সত্যিকারের ভালোবাসাটা পাই। নিজের মতো থাকতে

পারি, সত্যিকারের সুখ।’ নেইমার এরপর বলেছেন, “আমার ক্যারিয়ারে যে স্বপ্নগুলো অর্জন করা হয়নি, সেসব এখানে পূরণ করতে চাই। কোনো কিছুই আমাকে খামতে পারবে



না। আমি চলে গিয়েছিলাম, ফিরে এসেছি এবং আছি, যেখানে সবকিছু শুরু হয়েছিল কিন্তু কখনো শেষ হবে না।’ চলতি বছরের জানুয়ারিতে সান্তোসে ফেরার পর ক্লাবটির হয়ে মাত্র ১২ ম্যাচ খেলতে ৩টি গোল করতে পেরেছেন নেইমার। ৩টি গোলও বানিয়েছেন। মাংসপেশির চোটের কারণে দুই দফা তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। ব্রাজিলের

ঘরোয়া লিগে বোতাকোগোর বিপক্ষে নিজের সর্বশেষ ম্যাচে হাত দিয়ে গোল করায় লাল কার্ড দেখেছিলেন নেইমার। গ্লোবো জানিয়েছে, বর্তমান চুক্তির মেয়াদ আগামী ডিসেম্বরে শেষ

হওয়ার পর নেইমার সান্তোসে থাকবেন কি না, সে বিষয়ে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেবেন। নতুন চুক্তিতে তার পারিশ্রমিকও থাকছে আগের মতোই-মাসে ৭ লক্ষ ইউরোর কিছু বেশি (প্রায় ৬ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা)। ২০ দলের ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ১৫তম অবস্থানে রয়েছে সান্তোস। নতুন চুক্তিতে চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ পর্যন্ত খেলতে পারবেন

নেইমার। যদিও চোটপ্রবণতার কারণে তাঁকে নিয়মিত দলে পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা যায় না। এই সান্তোসেই ক্যারিয়ার শুরু করে বার্সেলোনা, পিএসজি ও আল হিলাল ঘুরে সান্তোসেই ফিরেছেন নেইমার। চোটের ভুখেছেন প্রায় সব ক্লাবেই। সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে ১৭ মাসের ক্যারিয়ারে যেমন মাত্র ৭ ম্যাচ খেলতে পেরেছেন। তাদের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ এ বছরের ৩০ জুন শেষ হওয়ার কথা থাকলেও সেই চুক্তি বাতিল করে সান্তোসে ফেরেন নেইমার। তবে ব্রাজিলে ফেরার পর সমালোচনার মুখেও পড়ছেন। চোটের পরিস্থিতির মধ্যেই রিও ক্যানিডালে অশ্ব নেওয়া এবং কিংস লিগে খেলে সমালোচিত হন নেইমার। ব্রাজিলের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৯ গোল করা এই তারকা গত মার্চে ফিরেছিলেন জাতীয় দলের স্কোয়াডে। কিন্তু উরুর মাংসপেশিতে পাওয়া চোটের কারণে বিধ্বংসী বাহাইপের দিয়ে সেবার আর ব্রাজিল জাতীয় দলে ফেরা হয়নি নেইমারের। নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। কারো আনন্ডেলন্তি ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ হয়ে আসার পর গত মে মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নেইমারকে ব্রাজিল স্কোয়াডে ফেরাননি। আনন্ডেলন্তি তখন বলেছিলেন, “যারা ভালো অবস্থায় আছে, আমি তাদের ডেকেছি। নেইমার এই মাত্র চোট থেকে সেরে উঠল, সবাই জানে সে খুব গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় এবং আমরা তার অপেক্ষায় আছি।”

বুকিং চলছে

গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া

9875658238 / 8820071827 / 8334826975

দুর্দান্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যজি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সর্কার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ ইইতে মুদ্রিত ও ১৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ ইইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Printed & Published by Alok Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajit Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217666
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com